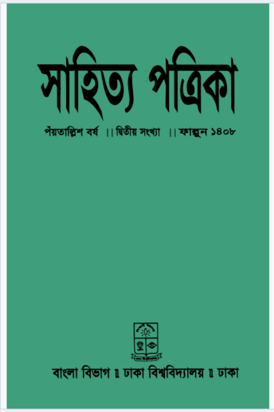

Vol. 45 | No. 2 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উনিশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা মুসলিম গদ্যের নমুনা

Volume	45
Issue	2
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ড. এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	February 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i2.1
Pages	৫-৫৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

উনিশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা মুসলিম গদ্যের নমুনা

ড. এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান*

সাম্প্রতিক গবেষণা ও তথ্য-অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, বাঙালা ভাষার যে-ধারা আদি মধ্যযুগ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তার নাম— ফারছী-বাঙালা। ঐ সময়ে এ-ফারছী-বাঙালাই ছিল জনগণের বাঙালা বা 'গণমুখী বাঙালা'। মোগল আমলে ফারছী-বাঙালার চর্চা হ'ত— সরকারী অফিস-আদালতে এবং জনগণের দৈনন্দিন কাজে ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে। প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে এ-বাঙালার চর্চা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই ক'রতেন। এক-ই কাল-প্রবাহে হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃত-বাঙালারও একটি ক্ষীণ ধারা চালু ছিল। তবে তাকে তারা 'বাঙালা ভাষা' বা 'বঙ্গ-ভাষা' ব'লতেন না; ব'লতেন 'ভাষা'। সে-ভাষাকে সংস্কৃতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সুনজরে দেখতেন না। গণমুখী বাঙালা-ভাষার বিপরীতে ক্ষীণ ধারায় বহমান উক্ত 'পণ্ডিতী-বাঙালা'ও মুসলিম-অমুসলিম উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ বিভিন্ন রাজ-সভায় চালু ছিল। কারণ মুসলমানদের কোন বিশেষ ভাষার প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। তা সংস্কৃতই হোক আর বাঙালাই হোক অথবা হোক আরবী-ফারছী।

ফারছী-বাঙালার এই গণমুখী রূপটির ধারা ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তী এক শ' বছরে বাঙালার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব, ফারছী-বাঙালাকে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়। আর 'পণ্ডিতী-বাঙালা' "সাধু ভাষা" নামধারণ ক'রে সারা জাতির ওপর চেপে বসে।

পরবর্তী এক শ' বছরে এই ভাষা-বিসর্জন-কর্ম এমন পরিপূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করে যে, অদ্যাবধি বহু চেষ্টা ক'রেও সতের-আঠারো শতকে লিখিত মুসলমানের লেখা কোন মুসলিম গদ্যের নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেবল সতের-আঠারো

● প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শতক নয়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের যে-সব গদ্য রচনার সামান্য নমুনা মেলে; সেগুলোর মধ্যেও ফারছী-বাঙালায় লেখা কোন গদ্য রচনার নজীর অনুপস্থিত।

এর একটা কারণ ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—

"১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাঙ্‌লাদেশের শাসন-কার্যে ফারসীর স্থান নিলে বাঙ্‌লা। সেই থেকে আরবী-ফারসী শব্দের আমদানী তো বন্ধ হ'লই, উপরন্তু স্বল্প পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দের রপ্তানী শুরু হ'ল। বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তন হ'ল, সংস্কৃত-শিক্ষিতদের দ্বারা, আর গদ্য রচনা-রীতিকে রসায়িত করলেন ইংরেজী শিক্ষিতরা। এদিকে ফারসী-উর্দূ জানা মুসলমান লেখকরা পুরানো রাস্তা ধ'রেই চললেন।"[১] অর্থাৎ তারা গদ্য লিখতে এলেন না। ড. সেন, তাঁর "ইসলামি বাংলা সাহিত্য" নামক পুস্তকে মুসলমানদের যে-দোষ দিয়েছেন এবং আরবী-ফারছী শব্দ বাঙালা ভাষা থেকে আমদানী-রপ্তানীর যে ঘটনার উল্লেখ ক'রেছেন; তা সর্বাংশে সত্য নয়। ১৮৩৬ সালে শাসন-কার্যে ফারছীর স্থানে ইংরেজী চালু হ'লেও বাঙালার গায়ে হাত পড়েনি। যে-বাঙালা ভাষা মোগল-পূর্ব যুগ থেকেই প্রাদেশিক সরকারী ভাষা হিসেবে ফারছী-বাঙালার রূপ নিয়ে অফিস-আদালতে অপ্রতিহতরূপে অবস্থান ক'রছিল; ইংরেজ শাসকরা তার গায়ে হাত দেননি। এর অনেক নজীর দেওয়া সম্ভব। সেই প্রতিষ্ঠিত ফারছী-বাঙালার মধ্য থেকে আরবী-ফারছী শব্দের বিতাড়ন ধীরে ধীরে শুরু হয়; ইংরেজদের দ্বারা নয়; যাঁরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও হিন্দু কলেজে সংস্কৃত-বাঙালা শিখে রাজকর্মচারী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন; তাঁদের দ্বারা। এই শব্দ-বিতাড়নের বিশেষ ধারা পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠতে এবং তা অফিস-আদালতের ভাষাকে আক্রান্ত ক'রতে পঞ্চাশ-ষাট বছর সময় লাগে। অর্থাৎ ১৮০১ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বাঙালা ভাষাকে সংস্কৃতায়িত করার সাথে তাল মিলিয়ে অফিস-আদালতের বাঙালায় সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে, আরবী-ফারছী শব্দ বিতাড়ন করা হ'তে থাকে। প্রকৃত বাঙালা শব্দ (আরবী-ফারছীজাত) রপ্তানী এবং সংস্কৃত আমদানীর যে-তথ্য ড. সুকুমার সেন দিয়েছেন; প্রকৃত তথ্য যে, তার বিপরীত, তা স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সনের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হ'তে পারে। 'বাঙালা' গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন লিখেছেন—

"When the advent of the English there arose a demand for prose literature, and the task of supplying it fell into the hands of sanskritridden pandits. Anything more monostrous than this prose dialect, as it existed

the first half of the nineteenth century, it is difficult to conceive, books were written execllent in there subjects eloquent in their thoughts, but in a language from which something like ninety percent of the genuine Bengali vocabulary was excluded, and its place suppiled by words borrowed from sanskrit, which the writers themselves could not pronounce. During the past fifty years there has been a movement, without much success, to reduce this absured sanskritisation, but still, at the present day many words current in literary Bengali mere ideograms. Under such circumostances literary Bengali is divorced from the comprehension of every native to whome it has not been specially taught."[২] অর্থ— 'ইংরেজদের আগমনের পর (বাঙালা) গদ্য ভাষার চাহিদা দেখা দেয় এবং তা যোগান দেবার ভার পড়ে সংস্কৃতনিষ্ঠ পণ্ডিতদের হাতে। উনিশ শতকের প্রথমভাগ অবধি প্রচলিত এই গদ্য ভাষার মতো অধিকতর দানবীয় আর কিছুর কথা ভাবা যায় না। বইপত্র যা লেখা হতো— বিষয়বস্তুতে চমৎকার, চিন্তাধারায় সমুন্নত, কিন্তু এমন ভাষায়, যে-ভাষা থেকে শতকরা নব্বইটা প্রকৃত বাঙালা শব্দ বহিষ্কার ক'রে, সে-সব স্থানে সংস্কৃত থেকে শব্দ ধার ক'রে এনে বসিয়ে; যা লেখকগণ নিজেরাও উচ্চারণ ক'রতে পারতেন না। গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে এই বিমূর্ত সংস্কৃতায়নের বোঝা কমাতে এক অসফল আন্দোলন চ'লছে। তথাপি বর্তমান সময়ে সাহিত্যের বাঙালায় বহু শব্দ র'য়েছে যা একেবারে জবড়জং প্রতীকলিপি মাত্র। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের বাঙালা সেই সব দেশীয় জনগণের উপলব্ধি থেকে একেবারে বাইরে চলে গেছে, যাদের ঐ ভাষায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।'

স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন এখানে শতকরা নব্বইটি 'প্রকৃত বাঙালা শব্দ' ব'লতে কোন্ সব শব্দের কথা ব'লেছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে তিনি ঐ কথার নিশ্চয়তা দিতে পাদটীকায় লিখেছেন, "This estimate is based on actual counting."[৩] অর্থ— 'এই হিসাব সঠিক গণনার ভিত্তিতে প্রদত্ত'। তাহ'লে বিশ শতকের গোড়ার দিকেও স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন যে-বাঙালা রচনায় শতকরা নব্বইটি প্রকৃত 'বাঙালা শব্দ' পেয়েছেন, সেই বাঙালা গদ্য-পদ্যের নজীর কোথায়? গ্রীয়ার্সন ঐ

নজীর পেয়েও তার নমুনা দেননি কেন? সে-সব রচনার লেখক কারা, তার-ই বা তিনি কেন উল্লেখ করেন নি; সে-প্রশ্ন উত্থাপন করা স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধকার তাঁর একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন— এই 'প্রকৃত বাঙালা' শব্দসমূহ আরবী. ফারছী ও উরদু শব্দ ব্যতীত কিছু নয় এবং ঐ 'প্রকৃত বাঙালা ভাষা'য় যারা লেখা-লেখি ক'রতেন; তাঁরা বেশীরভাগ-ই ছিলেন মুসলমান। আগেই বলা হয়েছে— সাধারণ অমুসলিম জনগোষ্ঠীও ঐ ভাষার চর্চা ক'রতেন। তাঁরা সবাই মিলে যে বাঙালা গদ্য রচনায়ও অভ্যস্ত ছিলেন; তারও প্রমাণ ইতোপূর্বে দেওয়া হ'য়েছে। অতএব, 'সংস্কৃত শিক্ষিতদের দ্বারা বাঙালা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তন; আর গদ্য রচনা-রীতিকে রসায়িত করেন; ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুরা'; মুসলমানরা কিছুই করেননি; একথা ঠিক নয়। ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য থেকে অনেকের মনে হ'তে পারে যে, আরবী, ফারছী ও উরদু জানা মুসলমানরা বাঙালা জানতেন না। বাঙালা চর্চাও ক'রতেন না। একথা ঠিক নয়। বাঙালা ভাষা বস্তুতঃ মুসলমানদের-ই সৃষ্টি।[৩] মুসলিম শাসক শ্রেণী এ-ভাষাকে কখনও অবহেলা করেননি; জনগণও নয়। তার ফলে, বিশেষ ক'রে, মোগল আমলে বাঙালা ভাষার অসাধারণ বিকাশ ঘটে। এসব কারণে সতের শতকের গোড়ার দিক থেকেই (১৬১০ খৃঃ) বাঙালা গদ্যের সন্দেহাতীত নমুনা পাওয়া যায়। আর সে-নমুনা হিন্দু কলমে লেখা— ফারছী-বাঙালার।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের পূর্বে ফারছী-বাঙালায় কোন মুসলিম কলমে লেখা গদ্য রচনার নমুনা পাওয়া যায় না। তবে এখনও পাওয়া না গেলেও, ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে না, এমন কথা বলা চলে না। আসলে, ১৮০১ সালের পরে সংস্কৃত-বাঙালায় লেখা, হিন্দু গদ্যের অনেক আগেই যে, মুসলিম লেখকদের কলমে ফারছী-বাঙালায় লেখা বাঙালা গণমুখী গদ্যের ধারা বহমান ছিল, সম্প্রতি প্রাপ্ত নমুনাগুলো তার-ই প্রমাণ। যদিও সংগৃহীত নমুনারাজি উনিশ শতকের শেষ ভাগের রচনা ব'লেই মনে হয়; তথাপি ঐ সময়ের ফোর্ট উইলিয়মীয় ধারার পণ্ডিতী গদ্যের সঙ্গে তার পার্থক্য দুস্তর। রচনাগুলোর এই স্বতন্ত্র চরিত্রই প্রমাণ ক'রে যে, আলোচ্য রচনা-রীতি একটি স্বতন্ত্র ও প্রবহমান ধারার-ই প্রতিনিধি। এতকাল এই শ্রেণীর রচনার সন্ধান বাঙালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কেউ উপস্থিত ক'রতে সমর্থ হননি।

বর্তমান লেখক উপস্থাপিত নমুনাগুলো সংগ্রহ ক'রেছেন— "ওয়ারেছ আম্বিয়া" নামক একখানি মুদ্রিত কেতাব থেকে। এই কেতাবে মোট পনেরটি গদ্য রচনার নমুনা আছে। তার মধ্যে বারোটি নমুনা তরজমা বা অনুবাদ। একটি স্বাধীন রচনা। ১৮৭২ সালে রচিত এই মৌলিক রচনাটিসহ সর্বমোট পনেরটি নমুনা এখানে

সংকলিত হ'ল। উপস্থাপিত রচনাসমূহ উরদু মূল রচনার অনুবাদ। বিষয়— ধর্মীয় বিতর্ক। "ওয়ারেছ আম্বিয়া"র প্রথম ও শেষ ভাগ ছিন্ন বিধায় কেতাবটি কবে, কোথা থেকে কখন মুদ্রিত; তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না গেলেও, গ্রন্থ-লেখকের নাম জানা সম্ভব হ'য়েছে। মৌলবী আবদুল আজিজ নামক এই ব্যক্তি "দরবেশ নামা" নামক আরও একখানি গ্রন্থের লেখক। দু'খানি গ্রন্থই কাব্যে রচিত এবং ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করাই ছিল তার গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। শরীয়তপন্থী কবি সম্ভবতঃ জৌনপুরের বিখ্যাত ব্যক্তি মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর মুরীদ ছিলেন। "ওয়ারেছ আম্বিয়ায়" মরহুম আবদুল আজিজ এই কেরামত আলী সাহেবের-ই উরদুতে রচিত ফতোয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে, তা গদ্যে বাঙালায় তরজমা ক'রে দিয়েছেন; কবিতায় অনুবাদ করেননি। ফলে একটি দুর্লভ গদ্য রীতির সন্ধান পাওয়া সম্ভব হ'য়েছে। আরও উল্লেখ্য যে— এই সব রচনার সাবলীলতা আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর।

তবে আধুনিক পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত রচনাসমূহ পাঠ করা কষ্টদায়ক, তা স্বীকার্য। কারণ এ-সব রচনার অধিকাংশ শব্দই এখন অচল ও অপরিচিত। তাই অর্থবোধ কঠিন। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানকালের পাঠকগণ বাঙালা সাহিত্যের যে বাক্-ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত এবং যে-রকম যতি-চিহ্নের নির্দেশ মেনে গ্রন্থ পাঠে অভ্যস্ত; — সে-রকম বাক্-ভঙ্গি ও যতি-চিহ্নের ব্যবহার এতে নেই। ফলে, পঠিত বাক্যের অনুগামী অর্থ-উদ্ধার এবং বাক্যের শব্দ-পারম্পর্য উপলব্ধি করাও দুরূহ।

এ কারণে আধুনিক পাঠকদের সহজ-উপলব্ধির প্রয়োজনে প্রায় যতি-চিহ্নহীন রচনাসমূহে প্রয়োজনীয় যতি-চিহ্ন যোগ করা হ'য়েছে এবং কিছু কিছু শব্দ— যা মুদ্রিত আকারেই ভুল বা অর্থহীন; সেগুলো সংশোধন করা হ'য়েছে।

এবার মূল রচনাসমূহের ওপর দৃষ্টিদান করা যেতে পারে।

টীকা ঃ ১. ড. সুকুমার সেন। ইসলামি বাংলা সাহিত্য-বর্ধমান, ১৩৫১।

২. Sir George Griearson. The Indian Empire Cal. 1912, P. 251.

৩. ঐ। পাদটীকা দেখুন।

৪. দ্রষ্টব্য, ড. এস. এম. লুৎফর রহ্মান। মুসলমানরাই বাঙালা ভাষার আদি ওয়ালেদ। সাপ্তাহিক রোববার, ঈদুল আয্হা সংখ্যা, ২০০১।

৫. মৌলবী আবদুল আজিজ। ওয়ারেছ আম্বিয়া (নামপত্র ছিন্ন)।

নমুনা – ১

ফকির কেরামত আলির তরফ হৈতে সকল মছলমান ভাইদের খেদমত সরিফে এই আরজ জে, 'কওলল জমিলে' জে রাবেতাল কলব-বেস্বায়েখের বয়্যানে ফরমাইয়া আছে, জে— মসায়েখ চিস্তিয়ার লোগে কহিয়াছে জে, রোকন আজম অর্থাত বড় খাম্বা নফ্‌ছ সায়েস্তা ও আদাব দেওার জৈন্যে দেল লাগান, আর গাঠন, আর মরসেদের সাতে মহব্বত আর তাজিমের ছেফত 'পর তার ছুরত মলাহেজ কর ইতি। এই কথায় জে বেক্তি কহে জে, মরাকেবার মৈদ্দে পিরের ছুরত ধেয়ান করিয়া হাজের করা এহি আছল মকছেদ— তার মসাহেদা বটে। এই কথা নেহাত ঝুটা। এমত কথা কওনিয়া বেক্তি বড়া ঝুটা। পিরের ছুরত ছামনে মৌজুদ হওার খেয়ালে মসাহেদা হৈতে মহরূম থাকা হয়। দেলের খেয়ালেরে পারা-গান্দা ছিন্‌-ভিন্‌ করিয়া দেয়। ইহার খোলাছা ছেরাতল মস্তাকিমে আর নুরন আলা নুরের মৈদ্দে দেখে। অচ্ছালাম ॥[১]

নমুনা – ২

কি হুকুম করেন, ওলামায় দিন; মুপ্তিয়ানে সরা মতিন। এই মছলাতে জে, এক বেক্তি কহে জে, সোগলে বর্‌জখ করা (লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্‌) জিকির করিবার কালে (উত্তম)। তাহাকে সে-বেক্তি সোগলে আজম ভি কহে। পিরের ছুরত, জিকিরের মৈদ্দে ধেয়ান করা-ই (এহি) মসাহেদা। পিরের ছুরত ধেয়ান করা ফরজ। পিরের ছুরত ধিয়ান করিলে আল্লাহ্‌কে মেলে। কেননা, জেমন ছুরত পিরের; তেমন ছুরত আল্লার। ইহার দলিল দেয় (খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি)। ইহার মানি বয়্যান করে— 'পয়দা করিয়াছে আল্লাতা'লা আদমেরে আপনার ছুরতের 'পরে।' অর্থাত আল্লার নক্‌সার পরে হজরত আদমেরে বানাইয়াছে ॥

এমত কথা কহনেওয়ালা আর এই মত পিরের চেহেরা ও নক্‌সা ও নমুনা জিকিরের মৈদ্দে ধেয়ান করাকে ফরজ জান্নেওয়ালার (জাননেওয়ালার) আকিদা ছুন্নত জমাতের মওাফেক আছে কিম্বা মখালেফ (বলুন); জার এমত আকিদা থাকে, তার পিছে নামাজ পড়া দোরস্ত আছে কি না। হক বয়্যান করেন। ছওাব পাইবেন।

পাদটীকা ঃ ১. ওয়ারেছ আম্বিয়া (নামপত্র ছিন্ন), পৃ. ৩১।

(১২৫)

অর্থাত তাহাতে জাহা ইয়াদ হইয়া জাইবেক ঐ সমস্ত দিলে গিড়া দিয়া রাখা। জেমন পুনরফি তাহাতে ভুল না হয়*আর জেই অক্তে সেই কর্ম্মে ছুস্তি জাহের হয় তবে ঐমতে আমলেআনিবেক।তবে কফিয়েত অর্থাত জাহা বাতাইয়া আছে তাহার লজ্জতঐবেক্তির আদতওগর্ব্বাস উপলব্ধি ওকাবু হইবেক*আর জেই বেক্তি আপন আকিদাএমত প্রকার বয়্যান করে জে সোগল বরজখ করা অর্থাত লায়লাহা ইল্লাল্লাহ জেকের করনের সময় পিরের ছুরত ধ্যান করা ফরজ আর এহি মসাহেদা বটে। কেননা জেমন ছুরত পিরের তেমন ছুরত আল্লার আর তার দলিলদেয় (খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি) আর এহার মানি বয়্যান করে জে আদমেরে আল্লা তালা আপনার ছুরতের পরে পয়দা করিয়াছে।এইআকিদা বেদাত ও হারাম বটে।কেননা জেকের নফি এছবাত অর্থাত (লাএলাহা ইল্লাল্লাহ) তামাম চিজকে নফি আর দুর করিয়া দেয়। আর জাত হক ছোবহানহুর ছাবেত করে। অর্থাত আল্লা সেওায় পুজনের জুর্গ কিছুই নাই তবে এই জেকেরের রেস্তা মতে জখন সকল চিজের খেয়াল নফি ও দুর করা গেল।। তখন পিরের ছুরত কোথায় বাকি রহিল। আর পিরের ছুরত ধ্যান করা কখনহ মসাহেদা নহে।এবং পিরের ছুরত মেছালিকে ধ্যান করা ফরজ জানন ও সেই ধিয়ান করাকে মসাহেদার বরাবর বোঝন হকিকতে এ সমস্ত ছুরত পুরস্তি বটে।। এ সমস্ত মানা আর নাজায়জ জেমন কেতাব সফাওস আলিল তরজমা কওলল জমিলে লেখা আছে। পিরের সাতে এতকাদ ও মহব্বত রাখা বড় উত্তম চিজ কিন্তু বেসি কমি করা হর২ কামে খারাবির নিসানি এমত জেয়াদতিহ ভাল নহে জাহাতে ছুরত পুরস্তির নওবত পৌছে অর্থাত পিরের মহব্বত এমন জেয়াদতিহ ভাল নহে জাহাতে আল্লার্তালার মহব্বতের তুল্ল গৌন করিয়া ধিয়্যান করিতে থাকে আর সরিয়ত মহাম্মদিয়ার মখালেফ হইয়া জায়*আর পিরের ছুরতেরে জে আল্লার ছুরত আর নক্সা কহিয়াছে এহা নিদান্ত ঝুট আর কোফর বটে।কেননা জাত হক ছোবহানহুর বে নমুনা ও বে নেসানি কোনো চিজ তার মেছেল আর তুলুনা দিবার জুর্গ নাহি*জেমন পচিসই ছেপারা ছুরা সুরার মৈদ্দে আল্লা তালায় ফরমাইয়াছে লায়ছা কামেছলেহি সাইওন।। আল্লা তালার মেছেল মেছল চিজ নাহি আল্লা বে নমুনা বে নেসানা সকল আয়েব হৈতে পাক নাতার মেছেল আর মানন্দ আছে অর্থাত আল্লার সাতে কোনো চিজের তুলুনা দেওা জায়না*আর জে বেক্তি পিরের মহব্বত আর পিরের মহব্বতের ছুরত নাদুরস্ত জানে সে বেক্তি সরার খেলাফ অর্থাত পিরের ইয়াদ হওা মাত্র মহব্বত আর নেক এতেকাদ হওাকে না দুরস্ত জানে সেই বেক্তি সরার খেলাফ।আর জে বেক্তি পিরের ছুরতেরে আছল মকছুদ জানে অর্থাত পিরের ছুরতেরে ধ্যান করিয়া আল্লার মহব্বতের বদলে দেলে গাঠীয়া রাখে সে বেক্তিহ সরার খেলাফ বটে*কেননা এই দোওার মৈদ্দে রছুলল্লা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লাম ফরমাইয়াছে আর আল্লা তালা মাঙ্গিতেছি আমি তোমার কাছে মহব্বত তোমার আর মহব্বত ঐ বেক্তির জে মহব্বত করে তোমাকে ইতি *

(৩২)

ওয়ারেছ আম্বিয়া'র একটি মুদ্রিত পৃষ্ঠার ফটো কপি। কেতাবখানি জনাব কবি মফাখখারুল ইসলামের সৌজন্যে প্রাপ্ত

* জওাব *

এই সোগল বরজখ মজকুর, বেদাত ও হারাম বটে। কেননা, খোদ্ (লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্) আল্লা ছাড়া সকল চিজকে নেস্ত ও নফি করিয়া দেয়। তবে পিরের ছুরত কোথায় বাকি রহিল। আর সেই পিরের ছুরত ধেয়ান করা কখনহ (কখনও) মসাহেদা নহে। বলকে, মসাহেদা হৈতে ব্যাজ থাকা হয়। কেননা, জব তক দোছরা চিজের খেয়াল বাকি থাকে, তব তক মসাহেদা হুজুরি নহে। এ সমস্ত ছুরত-পুরস্তি (আকার-পূজা) বটে। জেমন তরজমা 'কওলল জমিলে' লেখিয়াছে, পিরের সাতে এতকাদ ও মহব্বত রাখা বড় ওমদা চিজ। কিন্তু বেসি কমি করা হয়, হর২ কামে খারাবির নিসানি। এমত জেয়াদতিহ ভাল না। জাহাতে ছুরত-পুরস্তি নওবত পৌছে, আর সরিয়েত মহাম্মদিয়া খেলাফ হয়। পিরের ছুরতকে জে আল্লার ছুরত ও নক্সা কহিয়াছে, এহা নেহাত ঝুট্ ও কোফর বটে। কেননা, পচিসা ছেপারা ছুরা শুরার মৈদ্দে আসিয়াছে জে, আল্লাতালার মানন্দ মেছেল কোন চিজ নাহি। আল্লাতালা হর আয়েব হৈতে পাক। না তার মেছেল মানন্দ আছে। না তার ছুরত-পুরত আছে। না তার নক্সা ও নমুনা আছে। এমত লিখিয়াছে, 'তকমিলল ইমানে'র মৈদ্দে। আল্লা কোন জেছেম না। কোন জাতি চিজ না জে, সেই চিজ দিয়া আল্লার অজুদ বানাইয়াছে। ও কোন উপরি চিজ না জে, তাহা মিলাইয়া আল্লার অজুদ বানাইয়াছে। আর কোন ছুরত না, আর কোন চিজ মিলনিয়া না, আর আল্লা দুই চার দস এমন আদদ গণা না। আল্লা কোন মকানে না জে, ফলানা জাগায় আছে, ফলানা জাগায় নাই। আল্লাহ্ কোন জমানায় না জে, এই জমানায় আছে, ঐ জমানায় নাই। ইতি। 'সরা আকায়েদ নছফি'র মৈদ্দে লিখিয়াছে— আল্লা কোন ছুরত না, অর্থাত কোন নক্সা-নমুনা না। জেমন মনিস্বের (মানুষের) ছুরত, কি ঘোড়ার ছুরত। সে কোন খাস জেছেম না জে, তাহাতে হাছেল ও মালুম হয় জে, সে আল্লা কতখানি, আর সে কেমন, আর কত দুর লম্বা চৌড়া। ইতি। আর 'খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি'র মানি জে, পয়দা করিয়াছে আদমেরে আল্লার ছুরতের উপর— কহিয়াছে, এহা নেহাত গলদ। মহদেছিন (মোহাদ্দেছিন) লোগে এহার মানি রকম ২ বয়্যান করিয়াছে। কেহ্ বলিয়াছে, 'বানাইছে আদমেরে, আল্লাতালা আপনার ছেফাতের পরে।' কেহ্ বলিয়াছে, 'বানাইছে আল্লাতালায় আদমেরে, সেই আদমের ছুরতের পরে।' পহেলাই পুরা খেলকাত করিয়া। না তার আওলাদের মত জে, পহেলা নোৎফা, পর লোহু, পর সকল বদন, পর পেট হৈতে বাহের করা। অর্থাত এ প্রকার আদমেরে বানায় নহে। বলকে, আদমকে জেমন ছুরত বানান ছিল, একি দফে সেই ছুরত-মুরত লম্বা-চৌড়া বানাইয়াছে। জে পিরের ছুরত ধেয়ান করা ফরজ কহিয়াছে, এই আকিদার মৈদ্দে

রহনেওয়ালা, সপ্ত বেদাতের মৈদ্দে গেরেপ্তার আছে। কোন মামেলা— মছলমানের তার সাতে দোরস্ত নাহি। জেমন নেকা, দেনা-লেনা, আর পিছে তার নামাজ পড়া; ওগয়রহ্ কাম। তার আওরত বায়েন হইয়া জায়; জদি সে ছুন্নত জমাতের হয়। পানা মাঙি আমি। আল্লার সাতে এমন খারাব আকিদা, আর এমন নেরা ঝুট্ হৈতে। ইতি।

নকল মহর ও দস্তখত

* মহর — মওলানা দিন মহাম্মদ ছাহেব

হাফেজ মহিঅদ্দিন

মহর

মহম্মদ জান, মহম্মদ আকবর

মুন্সি ওাছেলদ্দিন

দস্তখত

মৌলবি ছৈয়দ তালেব হোছেন ছাহেব

দস্তখত ফরিকায়ন

মির বন্দে আলি, মহাম্মদি মল্লিক,

রছুল মহাম্মদ, ছলতান বেপারি।[২]

নমুনা – ৩

কি ফরমায়েন, ওলামায়ে দিন; মুপ্তিয়ানে সরা মতিন। এই মছলাতে জে, এক বেক্তি কহে, ফানা ফেস্বেখের (ফানা ফিস্ শেখ-এর) মানি পিরের ছুরতের মৈদ্দে আপনাকে ফানা করিয়া দেওা। আর তার দলিল আনে, 'রাবেতাল কলবেস্বেখ (কল্‌ব -বেশ্ শেখ)। তার মানি কহে পিরের ছুরত ধেয়্যান করা। আরস হৈতে ফরস তক (অর্থাত আরস হৈতে আছমান ও সাত জমিনের নিচে তাতাচ্ছারা তক), পিরের ছুরত মহিত পায়। আর আপন হরকত-ছকুনত অর্থাত আপনা লড়াচড়া কাম-কাজ করা, কি চুপচাপ বসিয়া থাকাকে পিরের হরকত-ছকুনত জানে। এই তরিক, তার সরিয়ত মহাম্মদির তাছাওফের মতাবেক কি মখালেফ? বয়্যান করেন। ছওাব পাইবেন।

পাদটীকা ঃ ২. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৫।

* জওাব *

উপরের তামাম কথা 'ছুফিয়া বোজর্গ' লোগের খেলাফ বটে। আর ফানা ফেস্বেখের মানি এই বটে জে, পিরের নেক আমল ধেয়্যান রাখে। আর তার মতাবেক, নেক আমল করে। ইতি।[৩] মহর ইত্যাদি।

নমুনা – ৪

কি হুকুম করে দিনের আলেম সকলে। রহমত করেন, আল্লাতালা আপনাদের উপর এই মছলাতে জে, কোনো বেক্তি আপন আকিদা অর্থাৎ মনগত ভাব এমত বয়্যান করে জে, মরসেদ কামেল হয়, আর মুরিদকে কামেল করিতে পারে; তার সাতে মহব্বত আর তাজিমের ছেফতের সাতে দেল মতওজ্জা করা। আর সেই মরসেদ দুর থাকার ছববে তার ছুরত মেছালিকে আপনা ছামনে খেয়াল করিয়া পিরের ছবেতের ফায়দার মন্তেজের থাকা। অর্থাত জেই ছুরতে পিরে তালিম করিত ও বাজে ২ মছলা, অজু, গোছল ওগয়রহ বাতাইত; সেই সমস্ত তালিমের মন্তেজের থাকা বজর্গ (বুজর্গের) নিসানি। আর উত্তম তরিকা আল্লাহ্র তরফ নজদিগ হওার জৈন্ন্যে। এই ছুরতে এই বেক্তির আকিদা দুরস্ত আছে কিনা। হক বয়্যান করেন। ছওাব পাইবেন।

* জওাব *

এই বেক্তির আকিদা দোরস্ত আর ছহি বটে। জেমন কেতাব 'মামুলাত মজহরিয়া'র মৈদ্দে কেতাব 'ছের রেস্তা দৌলত' হৈতে লিখিয়াছে; সেই কেতাব তছনিফ আরেফ নামি মওলানা আবদুর রহমান জামি ছাহেবের। তাহার তরজমা এই জে, জেই পির মসাহেদার মোকামে পৌছিয়া থাকে, আর আল্লাতালার জাতের তাজল্লির খবরদার থাকে, এমন পিরের মলাকাত পাওা, এই হদিছের মতাবেক জেকেরের ফায়দা দেয় ॥ সেই হদিছের অর্থ এই। অলি আল্লা সেই লোগ, জাহাকে দেখিলে, খোদা ইয়াদ পড়ে ॥ জেকেরের ফায়দা হাছেল হয়। সেই পিরকে দেখা মাত্রেই আল্লা ইয়াদ পড়িয়া জায়। সেই পিরের ছহবতে হাজের থাকা, এই হদিছের মত, আল্লাতালার নজদিগির ফায়দা দেয়। সেই হদিছের মানি এই। অলিআল্লা লোগ খোদার নিকট বসনিয়া বেক্তি। এমন পিরের ছহবতে হাজির থাকিলে, ঐ ছহবত

পাদটীকা ঃ ৩. ঐ, পৃঃ ৯৫-৯৬।

মজকুরের তাছির, তাহার মৈদ্দে আসে। অর্থাত দুনিয়া ভুলিয়া জায়। হামেসা আল্লার সাতে নজদিগি হয়। পর জখন এমন কোনো বুজর্‌গ কামেল-পিরের মলাকাতের দৌলত আর ছহবত নছিব হয়; তার ছহবতের তাছির আপনার মৈদ্দে পাএ। তবে জাহাতক পারে, সেই কামের নেগা রাখে। জেই কামের তাছির আপনার মৈদ্দে পাইয়াছিল। আর জদি সেই কামের তাছিরে কোন নোকছান জাহের হয়; অর্থাত সেই কামের তাছির জাইতে থাকে; তবে সেই পিরের ছহবতে ফিরিয়া রূজু করে। সেই পিরের ছহবতে হাজের হয়। তবে সেই পিরের ছহবতের বরকতে জেকেরের ফায়দা হাছেল হইবেক। আল্লা ইয়াদের তাছির ফিরিয়া সাবেক মতন হাছেল হইবেক। এমত প্রকার জদি সেই পির গায়েব থাকে, তবে তার ছুরত মেছালিকে খেয়ালে আনিয়া তামাম কুওত ও হাওাছ জাহেরি-বাতেনির সাতে, আপনা দেলের তরফ মতওজ্জা হইবেক। আর-সকল চিজের খেয়াল, জাহা দিলে আসে, সব দুর করিবে। তবে কফিয়েত, অর্থাত পিরে জাহা বাতাইয়া থাকে, তাহার লজ্জত ও তাছির— ইয়াদ হইয়া গায়েবি আর বে-খুদি জাহের হইবেক। সকল খেয়াল দুর করিয়া আপনা ভুলিয়া ঐ কফিয়েতের লজ্জত ও তাছির, জাহা পর্‌দা পড়িয়া ভুল হইয়াছিল, তাহা জাহের হইয়া ইয়াদ হইবেক। এই রকম মামেলা বার২ করিলে মাল্‌কা ও অর্ব্বাস হইবেক। ঐ কফিয়েত ও লজ্জত পাক্কা হইয়া দেলের কুওত মজবুত হইবেক। জেকেরের ফায়দা হাছেল করিবার জৈন্নে এহা হৈতে উত্তম কোন রাস্তা বেসি ও করিব্‌ নাহি। এমত বহুত হইতেছে, জে-মুরিদের এমন লেয়াকত হয় জে, কামেল মরসেদ আপন তওজ্জার খেমতায় ও তছর্রফের ছববে, পহেলা ছহবতেই মুরিদের মসাহেদার মরতবায় পৌছাইয়া দেয়। মামুল খান্‌কা সমছিয়ার এমত ছিল জে, পির কাছে না থাকার ছুরতে সেই পিরের ছুরত মেছালিকে; অর্থাত জে ছুরতে তালিম করিয়াছে, তাহাকে আপনা ছামনে খেয়াল করিয়া মন্তেজের থাকে। (আর) ঐ কফিয়েতের, অর্থাত পিরে জাহা বাতাইয়া থাকে, সেই জেকেরের ফায়দার মন্তেজের থাকে। জেই লজ্জত পিরের সাক্ষ্যাতে হাছেল হইত; খেয়াল করে। জখন সেই লজ্জত, জাহা পিরের খেদমতে হাছেল হৈত; তাহা হাছেল হয়। তাহাতে আপনাকে গাঠে। তাহাতে জাহা ইয়াদ হইয়া জাইবেক ঐ সমস্ত দিলে গিড়া দিয়া রাখা। পুনরায় (পুনরপি) তাহাতে ভুল না হয়। আর জেই অক্তে সেই কর্ম্মে ছুস্তি জাহের হয়, তবে ঐ মতে— আমল এই বেক্তির আকিদা দোরস্ত আর ছহি বটে। জেমন কেতাব 'মামুলাত মজহরিয়া'র মৈদ্দে কেতাব 'ছের রেস্তা দৌলত' হৈতে লিখিয়াছে, সেই কেতাব 'তছনিফ আরেফ' নামে মওলানা আবদুর রহমান জামি ছাহেবের। তাহার তরজমা এই জে, জেই পির মসাহেদার মোকামে পৌছিয়া থাকে, আর আল্লাতালার জাতের তাজল্লির (তজল্লীর) খবরদার থাকে, এমন পিরের মলাকাত পাওা এই

হদিছের মতাবেক জেকেরের ফায়দা দেয়। সেই হদিছের অর্থ এই— 'অলি আল্লা সেই লোগ জাহাকে দেখিলে খোদা ইয়াদ পড়ে, জেকেরের ফায়দা হাছেল হয়'। সেই পিরকে দেখা মাত্রেই আল্লা ইয়াদ পড়িয়া জায়। আর সেই পিরের ছহবতে হাজের থাকা এই হদিছের মত; আল্লাতালার নজদিগের ফায়দা দেয়। সেই হদিছের মানি এই— 'অলি আল্লা লোগ খোদার নিকট বসনিয়া বেক্তি, এমন পিরের ছহবতে হাজির থাকিলে ঐ ছহবত মজকুরের তাছির তাহার মৈদ্দে আসে'। অর্থাত দুনিয়া ভুলিয়া জায়। হামেসা আল্লার সাতে নজদিগি হয়। পর জখন এমন কোন বজর্‌গ (বোজর্গ) কামেল পিরের মলাকাতের দৌলত আর ছহবত নছিব হয়, আর তার ছহবতের তাছির আপনার মৈদ্দে পাএ; তবে জাহা তক পারে, সে কামের নেগা রাখে। জেই কামের তাছির আপনার মৈদ্দে পাইয়াছিল। আর জদি সেই কামের তাছিরে কোন নোকছান জাহের হয়; অর্থাত সেই কামের তাছির জাইতে থাকে; তবে সেই পিরের ছহবতে ফিরিয়া রূজু করে এবং সেই পিরের ছহবতে হাজির হয়। তবে সেই পিরের ছহবতের বরকতে জেকেরের ফায়দা হাছেল হইবেক। আল্লা ইয়াদের তাছির ফিরিয়া সাবেক মতন হাছেল হইবেক। এমত প্রকার জদি সেই পির গায়েব থাকে, তবে তার ছুরত মেছালিকে খেয়ালে আনিয়া তামাম কুওত ও হাওাছ জাহেরি-বাতেনির সাতে আপনা দেলের তরফ মতওজ্জ হইবেক। আর সকল চিজের খেয়াল, জাহা দিলে আসে, সব দুর করিবেক। তবে কফিয়েত অর্থাত পিরে জাহা বাতাইয়া থাকে, তাহার লজ্জত ও তাছির ইয়াদ হইয়া গায়েবি আর বেখুদি জাহের হইবেক। অর্থাত সকল খেয়াল দুর করিয়া আপনা ভুলিয়া ঐ কফিয়েতের লজ্জত ও তাছির জাহা পরদা পড়িয়া ভুল হইয়াছিল, তাহা জাহের হইয়া ইয়াদ হইবেক। এই রকম মামেলা বার বার করিলে মালকা ও অর্ব্বাস হইবেক। অর্থাত ঐ কফিয়েত ও লজ্জত পাক্কা হইয়া দেলের কুওত মজবুত হইবেক। জেকেরের ফায়দা হাছেল করিবার জৈন্ন্যে এহা হৈতে উত্তম কোন রাস্তা বেসি ও করিব্‌ নাহি। এমত বহুত হইতেছে জে, মুরিদের এমন লেয়াকত হয় জে, কামেল মরসেদ আপন তওজ্জার খেমতায় তছর্রফের (তাছাওফের) ছববে পহেলা ছহবতেই মুরিদেরে মসাহেদার মরতবায় পৌছাইয়া দেয়। মামুল খানকা সমছিয়ার এমত ছিল জে, পির কাছে না থাকার ছুরতে, সেই পিরের ছুরত মেছালিকে, অর্থাত জে ছুরতে তালিম করিয়াছে, তাহাকে আপনা ছামনে খেয়াল করিয়া মন্তেজের ঐ কফিয়েতের অর্থাত পিরে জাহা বাতাইয়া থাকে, সেই জেকেরের ফায়দার মন্তেজের থাকে। জেই লজ্জত পিরের সাক্ষ্যাতে হাছেল হইত, খেয়াল করে। জখন সেই লজ্জত জাহা পিরের খেদমতে হাছেল হৈত, তাহা হাছেল হয়; তাহাতে আপনাকে গাঠে আনিবেক। তবে কফিয়েত

অর্থাত জাহা বাতাইয়া আছে, তাহার লজ্জত ঐ বেক্তির আদত ও অর্ব্বাস (অভ্যাস) উপলর্ব্বি (উপলব্ধি) ও কাবু হইবেক। আর জেই বেক্তি আপন আকিদা এমত প্রকার বয়্যান করে জে, সোগল বরজখ করা অর্থাত 'লায়লাহা ইল্লাল্লাহ্' জেকের করনের সময় পিরের ছুরত ধ্যান করা ফরজ; আর এহি মসাহেদা বটে। কেননা জেমন ছুরত পিরের তেমন ছুরত আল্লার। তার দলিল দেয় (খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি); আর এহার মানি বয়্যান করে জে, আদমেরে আল্লাহতালায় আপনার ছুরতের পরে পয়দা করিয়াছে— এই আকিদা বেদাত ও হারাম বটে। কেননা, জেকের 'নফি এছবাত' অর্থাত (লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্) তামাম চিজকে নফি আর দুর করিয়া দেয়। আর জাত হক — 'ছোবহানহু'র ছাবেত করে। অর্থাত আল্লা সেওায় কুজনের জুর্গ (যোগ্য) কিছুই নাই। তবে, এই জেকেরের রেস্তা মতে জখন সকল চিজের খেয়াল নফি ও দুর করা গেল; তখন পিরের ছুরত কোথায় বাকি রহিল। পিরের ছুরত ধ্যান করা কখনহ মসাহেদা নহে। পিরের ছুরত মেছালিকে ধ্যান করা ফরজ জানন, ও সেই ধিয়ান করাকে মসাহেদার বরাবর বোঝন; হকিকতে এ সমস্ত ছুরত-পুরস্তি বটে। এ সমস্ত মানা; আর না-জায়জ। জেমন কেতাব 'ছফাওল আলিল' তরজমা 'কওলল জমিলে' লেখা আছে— পিরের সাতে এত্কাদ ও মহব্বত রাখা বড় উত্তম চিজ। কিন্তু বেসি-কমি করা হর২ কামে খারাবির নিসানি। এমত জেয়াদতিহ ভাল নহে; জাহাতে ছুরত-পুরস্তির নওবত পৌছে। অর্থাত পিরের মহব্বত এমন জেয়াদতিহ ভাল নহে, জাহাতে আল্লাতালার মহব্বতের তুল্য গৌণ্য (গৌণ) করিয়া ধিয়্যান করিতে থাকে। আর সরিয়ত মহাম্মদিয়ার মখালেফ হইয়া জায়। পিরের ছুরতেরে জে আল্লার ছুরত আর নক্সা কহিয়াছে, এহা নিতান্ত ঝুট আর কোফর বটে। কেননা, জাত হক, "ছোবহানহু"র বেনমুনা ও বেনেসানি কোন চিজ তার মেছেল আর তুলুনা দিবার জুর্গ (যোগ্য) নাহি। জেমন পচিসই ছেপারা ছুরা শুরার মৈদ্দে আল্লাতালায় ফরমাইয়াছেন— "লায়ছা কা মেছলেহি সাইওন"। আল্লাতালার মেছেল কোন চিজ নাহি। আল্লা বে-নমুনা, বে-নেসানা। সকল আয়েব হৈতে পাক। না তার মেছেল আর মানন্দ আছে। অর্থাত আল্লার সাতে কোন চিজের তুলুনা দেওা জায় না। জে বেক্তি পিরের মহব্বত আর পিরের মহব্বতের ছুরত না-দুরস্ত জানে, সে-বেক্তি সরার খেলাফ। অর্থাত পিরের ইয়াদ হওা মাত্র মহব্বত আর নেক এতেকাদ হওাকে না-দুরস্ত জানে, সেই বেক্তি সরার খেলাফ। জে-বেক্তি পিরের ছুরতেরে আছল মকছুদ জানে; অর্থাত পিরের ছুরতেরে ধ্যান করিয়া আল্লার মহব্বতের বদলে দেলে গাঠীয়া (গাথিয়া) রাখে; সে-বেক্তিই সরার খেলাফ বটে।

কেননা এই দোওার মৈদ্দে রছুলল্লা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লাম ফরমাইয়াছে, 'আয় আল্লাতালা মাঙিতেছি, আমি তোমার কাছে মহব্বত। আর মহব্বত ঐ বেক্তির জে মহব্বত করে তোমাকে। ইতি।[8]

নমুনা – ৫

তামামি সোগল-বেদাতির মৈদ্দে সোগল বর্‌জখ বটে। মতাখেরিন পিছলা লোগের মৈদ্দে বহুত রকমে২ তরিকা মসহুর হইয়াছে। আর উক্ত সোগল-বর্‌জখের ছুরত এই জে, দেলের ওছওাছা দুর করনের জৈন্ন্যে, আর দেল, খাতের জমা করনের জৈন্ন্যে, মরসেদের ছুরতেরে জে আন্দাজ চাই, খুব তাইন ও তাছার্খছের (?) সাতে। অর্থাত পিরের রঙ ও ডউল গঠন, নাক, মুখ, চক্ষু, কান, দাড়ি, মোচ, চুল, হাত, পাও, খুত, তিলা জেখানে জে দাগা আছে, সেই সমস্ত ঠীক করিয়া খেয়ালের মৈদ্দে হাজের করিয়া— দেলে খুব জমাইয়া ঠারাইয়া রাখে। যার আপনে তামাম আদব আর তাজিমের সাতে আপনা তামামি হেক্ষাতে মরসেদের ছুরতের তরফ মতওজ্জা হয়। জেমন বড় আদাব আর তাজিমের সাতে মরসেদের ছামনে বসিয়াছে; দেল বেলকুল সেই খেয়ালি ছুরতের দিগে মতওজ্জা করে। পিরের ছুরতের খেয়াল ছাড়া আর কোন তরফ দেল জাইতে না পারে। আর হাল এই সোগল-বর্‌জখের মুর্তির আহ্‌ওয়াল হৈতে মালুম করা চাই। কেননা, মুর্তি বানান বড় শক্ত গুনা— কবিরা বটে। সেই মুর্তির দিগে তাজিম আর বুজর্‌গির সাতে দেখন আলবত্তা হারাম বটে। এবরাহিম আলায়হেচ্ছালামের কওল, জাহা আপনা কওমেরে কহিতেন, জে— 'কি হে এই সকল মুর্তি জার ছামনে তোমরা এত্‌কাফ করো।' অর্থাত 'আদবের সাতে মুর্তির ছামনে মাথা ঝোকাইয়া বসিয়াছ।' এই আয়েত মতলক দলিল ক'রে, এই কথার পরে; জে সুরতের ছামনে এত্‌কাফ করা মানা বটে। অকুফের মানি এই জে, হুজুরি লাজেম করা। বসিয়া কি খাড়া হইয়া তাজিম আর আদব আর মহব্বতের সাতে বটে। এই কথায় সক নাই জে, জে-বেক্তি জাহেরি মুরতির ছুরতের কাছে, এই কাম করে; অর্থাত তাজিমের সাতে বসে, কি খাড়া হয়, সেই বেক্তি আলবত্তা গুনাগার হয়।

ঐ গুনাগারের কামে আর এই ছালেক পিরের ছুরত ধেয়্যান করনেওালার কামে তাফাওত এতখানি বটে জে, পৈলা মুর্তির ছুরত রঙিন হয়, কাগজের উপর কিম্বা আর কোনো মাটি, কি পাথর, কি মম (মোম), কি আর কোনো চিজের উপর হয়; দোছরা

পাদটীকা ঃ ৪. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৩-'২৫।

মুর্ত্তির পুরা ছুরত চামড়ার রং ও ডউল গঠন, দাড়ি, চুল, মোচ, নাক, মুখ, চক্ষু, কান, খুত, খাল, হাত, পাও ওগয়রহ তামাম বদনের খেয়াল— কাচ্চা দাড়ি, পাক্কা দাড়ি তক খেয়ালের সাতে দেলের উপর রহিবেক। জদিস্বাত এই রকম ধেয়্যান করা জাহেরিতে ছুরত-পুরস্তি নাহি। কিন্তু বাতেনে ছাপ ছুরত-পুরস্তি বটে। কেননা, কাগজের ছুরতে এতখানি দেলের খেয়ালে গাড়ে না, জতখানি খেয়ালি ছুরতে দেল খারাপ করে। জাহেরি মুর্ত্তি খালি নজরে দেখা মাত্র, কিন্তু দেলের কিছু খারাব করে না। খেয়ালি ছুরতে ছের ছে পাও তক তামাম বদনের দেলে জমাইয়া গাড়িতে হয়। এই আন্দেসাতে তার দেল রাত-দিন রয়, তবে আল্লার খেয়াল দেলে .... (?) মস্কেল (মুশ্‌কিল)। এহা সেওায় এ দোন ছুরত বেজান মুর্ত্তিরহ জান নাহি। খেয়ালি ছুরতেহ জান নাহি। এহাতে খেয়ালি ছুরতে বহুত জেয়াদা খারাবি হয়, জাহেরি ছুরত হৈতে। কেননা, এহাতে দোন ছুরতের মৈদ্দে ফরখ ও বেস-কম হৈতে পারে কিনা। কিন্তু এই রকমে মুর্ত্তির ছুরত জাহের সবার কামে নোখছান ও খলল হয়। দোছরা খেয়ালি ছুরতে জাহেরি, সবার কামে কিছুই নোকছান পৌছে না। কিন্তু খেয়ালি ছুরতে জে আন্দাজ খারাবি ঐ ছুরত ধেয়্যান করনেওালার নফ্‌ছে তাছির হয়। তাহা দোছরা খেয়ালি ছুরতে পহেলা মুর্ত্তির ছুরত হৈতে বহুত খারাবি জেয়াদা বটে। তবে, এই জৈন্নে চাহে জে, খেয়ালি ছুরত ধেয়্যান করা হারাম হয়। এই ক্ষন দেখন চাই জে, এই অর্থ মতে সোগল-বর্‌জখের রেওাজে নাকেছ লোগেরে মুর্ত্তির ছুরতের তাজিম করার দর্জ্জা তক পৌছায়। আর জাহেরি মুর্ত্তি বানাইয়া মুর্ত্তিওালা লোগ জে সমস্ত তাজিমের কাম, ঐ ছুরতের ছামনে করে, সেই তাজিমের কাম, ঐ খেয়ালি ছুরতের ছামনে আদায় করে। তা ছাফ বোত-পোরস্ত হৈয়া জায়। সোগল-বর্‌জখ অর্থাত পিরের ছুরত ধেয়্যান করার খিচিয়া জাওা, এই আমল করা ছাফ হারাম বটে। (তাতে) কিছু সোবা নাহি। পর এহা বি দেখন চাই জে, হারাম হয়। কেননা, সরিয়ত মহম্মদিয়ার মৈদ্দে মুর্ত্তির ছামনে তাজিমের সাতে খাড়া হওা ও, ছুরত-পুরস্তি ও মুরতি বানাও মতলক মানা হৈয়াছে। আর দোছরা সরিয়তে, অর্থাত আগিলা নবির অক্তে বাজে দরকারের জৈন্নে দুরস্ত ছিল। জেমন, কার নফ্‌সার হাল দরয়্যাপ্ত (দরিয়াপ্ত) করানের জৈন্নে কিম্বা কার (কারো) ছুরত মরদার কি জেন্দার গায়েব থাকার জৈন্নে। পরে জখন সরাওালায় মুর্ত্তি বানাইতে এই আন্দাজ এহ্‌তেয়াত ও মানা করিয়াছে। তবে সরিয়তের তাবেদার জারা আছে, তাগ (তাগো) চাই জে, সেই মানা ও এহ্‌তেয়াতের তরিকা আমল করিয়া সোগল-বর্‌জখ পিরের ছুরত ধেয়্যান করাকে হারাম ও বেদাত জানে। জেই বেক্তি পয়গাম্বর ছাহেবের খছলত ও তরিকের উপর খবর রাখে, সেই বেক্তি জানিয়া লিবে জে, জদি এই পিরের ছুরত ধেয়্যান করার ফতওার কথা হজরতের জমানায় কেহু জিজ্ঞাসা করিত, তবে আলবত্তা এই ছুরত ধেয়্যান করিতে হজরত মানা করিত। ছুরত ধেয়্যান করা হারাম, সেই অক্তে জাহের হৈত। অর্থাত কেহু হজরতের অক্তে জিজ্ঞাসা করে নাহে, এ জৈন্নে তিনি কিছু

ফরমায় নহে। হজরতের অক্তে এই পিরের ছুরত ধেয়্যানের নাম-নিসানহ্ ছিল না জে হুকুম দেয়। সে রছুলের হুকুমের দলিল আনে। ইতি।"[৫]

নমুনা – ৬

কি ফরমায়েন দিনের আলেম সকলে। রহ্মত করে আল্লা তালা আপনাদের পরে। জদি কোন বেক্তি হেকারতের সাতে কোরান সরিফেরে সাঁপের মন্তর, আর কোরানের হাফেজেরে 'সাঁপের ছাও' বলে; এই ছুরতের ঐ বেক্তি সরাসরিফের মতে গুনাগার হয় কিম্বা কি হয়? বয়্যান করেন। ছওাব পাইবেন।

*** জওাব ***

সেই বেক্তি গুনাগার কি মানি, বল্‌কে কাফের হৈয়া জায়। কোরান সরিফে, হেকারত করনের ছববে জেমন 'ফতওা আলমগিরি'র মৈদ্দে লিখিয়াছে, কোরান সরিফে তাজিম করা ওাজেব (ওয়াজেব) বটে। আর কোরান সরিফেরে হেকারত করা কোফর বটে। আর এই মত, ফেকার সকল কেতাবে লিখিয়াছে। কোরানেরে ছোট জানন, কি হেকারত করন, কোফর বটে। আর দিনের এলেম ও আলেমেরে এহানত ও সেকায়েত বদনামি করাহ কোফর বটে। দিনদার আলেমের সানেরে বুরা কথা কহা, কোফর বটে। জেমন এই কথা ছাপা নাহি, ঐ বেক্তির উপর, জে বেক্তি ফেকা কেতাবের উপর থোড়া গউর করিয়াছে। এহি হুকুম কেতাবে। আর আল্লাতালা বহুত বেহ্তের জান্নেওালা।[৬]

নমুনা – ৭

"বাঙালা হরফে ফারছি লফ্‌জ লিখিয়া দম দিবার বয়্যান।"

"লাহুত আলমে জাত এলাহি আস্ত্, ছালেকেরাদরা মকামে ফানা ফিল্লা হাছেল মে সওদ ও লাহুতেরে জে বেক্তি, মাবদ কহে, সেই বেক্তি কুফর।"

কবি ঐ রচনাকে ব'লেছেন— "বাঙ্গালা হরফে লেখে ফারছি এবারত।"[৭]

পাদটীকা ঃ ৫. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১,-'৩৩।

৬. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

৭. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩।

নমুনা – ৮

কি হুকুম করেন দিনের আলেম সকলে। আর সরিয়তের তাবেদার মুপ্তি সকলে। রহম করে আল্লাতালা আপনাদের পরে। এই কথাতে জে, এক বেক্তি কহে জে, লাহুত কহে খোদ জাত, পাক মাবুদের। দোছরা বেক্তি কহে জে, লাহুত কহে এক মকাম মনিস্বের সরিরে আছে। জে বেক্তি লাহুতেরে মাবুদ জানে, সেই বেক্তি কাফের। এই দোন বেক্তির কে ছাচ্চা কহে; আর কে ঝুটা কহে। কার আকিদা কোফরের; কার আকিদা ছুন্নত জমাতের মওাফেক? মাতবর কেতাবের ছুরতে, এই দোন বেক্তির উপর, কি হুকুম হয়। বয়্যান করেন। ছওাব পাইবেন।

* জওাব *

জে বেক্তি কহে, লাহুত নাম এক মকামের মনিস্বের সরিরে আছে, তাহা মাতবর কেতাব জেমন 'কামুচ' ও 'ছোরা' ও 'মন্তহল আরব' ও 'কাস্‌ফল্লগাত' (কাসফ্-অল্ লোগাত') ও 'কানজল্লগাত' (কান্‌জ-উল লোগাত) ও 'মন্তখাব' ও 'মন্তজব' ওগয়রহ কেতাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সব কেতাবে এহা পাওা যায় জে, লাহুতের আছল জড় 'লাহোন' বটে। আর ওাও (ওয়াও), আর তে-হরফ. লাহুতের লফ্‌জের মৈদ্দে জেয়াদা করিয়াছে। যেমন লফ্‌জ রহ্‌মত ও রগ্‌বুত আর আছল রহ্‌মত, আর রগবুতের 'রহমোন' ও 'রগবোন' বটে। এই কথায় মালুম হৈল জে, লাহুত নাম, আল্লাতালার বটে। জে বেক্তি লাহুতের নাম এক মাকামের মনিস্বের সরিলে (শরীরে) কহে। সেই বেক্তি বেএলেম। তার কথা মানন চাই না। আর জে বেক্তি লাহুতের নাম, খোদ জাত-পাকের কহে, সেই বেক্তি ছাচ্চা। জে বেক্তি 'গেয়াছ লোগতে'র বরাত 'মকাম' বলিয়া দিয়াছে, সেই বেক্তি ঐ 'গেয়াছ লোগতে'র এবারত বোঝে নাই; আর গেয়াছের এবারত এই বটে যে, লাহুত নাম, জাত-পাক এলাহির বটে। ছালেকের সেই হালতের ছববে পাক-নামের মহব্বত ও সওক হাছেল হইয়া ফানা ফেল্লার মরতবা হাছেল হয়। তবে 'মাকাম' লফ্‌ছের এবারতে জে গেয়াছের মৈদ্দে জাহের আছে, তাহা তালিমের তঙ্গির (তম্বির?) জৈন্নে বটে। কেননা, এসব হুজুরি ফানা-বাকার মকামের বয়্যান। বহুত তুল দেখিয়া মখতচ্ছর (মোখ্‌তছর) মকাম ফানা ফেল্লার লেখিয়া দিয়াছে। 'কাস্‌ফল্লগাত', আর 'কান্‌জল লগাতে'র মৈদ্দে লাহুতের মানি হায়্যাত অর্থাত 'হামেসা জেন্দা রহ্‌নেওালা' লেখিয়াছে। এহাতেহ (ইহাতেও) লাহুতের মানি ঐ আল্লার নাম ছাবেত হৈল। সেই আল্লা বিনে হামেসা কার (কারও) জেন্দেগি বাকি নাহি। ফকত।[৮]

পাদটীকা ঃ ৮. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৬-'৭৭।

নমুনা – ৯

কি হুকুম করেন দিনের আলেম সকলে। এই মছলার মৈদ্দে জে, আলমে লাহুত, 'হাদছ' অর্থাত নয়্যা হৈয়াছে কিম্বা কদিম অর্থাত পুরান জদি নয়্যা হয়, তবে জে বেক্তি আলম-লাহুতেরে কদিম অর্থাত আলমে জাত-এলাহি, জানে; তাহার উপর সরিয়েতের রাস্তায় কি হুকুম জারি হয়। অর্থাত তাহার উপর সরিয়েতের রাস্তায়, কোফর ছাবেত হয় কিনা। বয়্যান করেন। ছওাব পাইবেন।

*** জওাব ***

'গেয়াছ লোগাতে' লিখিয়াছে জে, লাহুত— আলমে জাত-এলাহি বটে। ছালেক লোগেরে তাহাতে ফানা ফেল্লার মকাম হাছেল হয়। ইতি। আর তাছাওফের কেতাব, 'মকতুবাত ছদি' জে, হজরত সরফুদ্দিন আহমদ বেন এহিয়া (বিন ইয়াহিয়া?) মনেরি বেহারির তছনিফ, তাহাতে লেখিয়াছে জে, আলম-লাহুত, এক আলম বে-নেসান বটে। জে তার কিছু নেসানি জাহেরিতে নাহি। জখন বান্দা সেই মকাম তক পৌছে অর্থাত হক তা'লার মসাহেদা হাছেল হয়, তখন সেই বান্দা আপনে ভুলিয়া যায়; আপনা বদনের খেয়াল বাকি থাকে না। তাকে খোদ জাত-মাবুদেরে ছুফি লোগের বুলিতে 'আলমে লাহুত' বলে। 'আলমে লাহুতে'রে 'আলম-মেজাজি' বোলে। আছল নহে। তবে, হকতা'লার জাত-পাক আর তার তামামি নাম কদিম আজলি হামেসগি বটে। জেমন এহার খোলাছা 'কোতব কালাম'; অর্থাত আকায়েদের কেতাব। জেমন 'আকায়েদ নছফি' ও 'আকায়েদ তম্হিদ'। আর 'সরা ফেকা আকবর' ওগয়রহ কেতাবে আছে। তবে জেই বেক্তি 'আলম-লাহুতে'রে 'কদিম' আর 'জাত মাবুদ' জানে, সেই বেক্তি হক্কানী ও ঠীক হওা আকায়েদের কেতাবের ছুরতে ছাবেত হৈল। আর জে বেক্তি 'আলমে লাহুতে'রে 'হাদছ' অর্থাৎ নয়্যা হনেওালা এত্কাদ করে, কি একিন জানে, তাহার উপর আলবত্তা কোফর হওার ডর আছে। আকায়েদ আর ফেকার অর্থাত আকিদার কেতাব ও ফেকার কেতাবে এহার বয়্যান খুব লিখিয়াছে। আর এমন এতকাদ রাখনেওালাকে বেদাতি কহিয়াছে। ছুন্নত জমাতের আকিদার খেলাফ লেখিয়াছে। জদি কোন বেক্তি নাদানির ছববে 'আলমে'র লফ্জের ধোকাতে পড়িয়া 'আলমে লাহুতে'রে 'হাদছ' এত্কাদ রাখে, তবে সেই বেক্তিকে, চাই জে— জলদি এই এতকাদেরে আপন দেল হৈতে খুদিয়া নিকলিয়া ফেঁকে। আর জলদি তোবা (তওবা) করিয়া আপন বিবির নেকা এহ্তেয়াতান দোহরাইয়া লেয়, জেমন 'ফতওা আলমগিরি'র 'কেতাবচ্ছোউরে'র (কেতাব-উছ-ছউর-এর) নওই (৯ই)

বাবে লেখা আছে। আর জেই বেক্তির উপর কোফর ছাবেত হয়, তাহার উপর হুকুম করা জাইবেক তোবার (তওবার)। আর সেই কাম হৈতে বাজ (বাদ) থাকে। আর হুকুম করা জাইবেক নয়্যা নিকা করিয়া লওার। অর্থাত আপন বিবির সাতে নিকা দোহ্‌রাইয়া লওার। এমত লিখিয়াছে মহিত কেতাবে। ইতি। হক্কের তালেবের উপর, এই কথা বহুত আছান বটে। আল্লা তালা বহুত বেহ্‌তের জান্নেওালা"।[৯]

নমুনা – ১০

ফকির কেরামত আলি জৌনপুরির তরফ হৈতে জে সমস্ত দিনি ভাই এই ফকিরের সাতে হাজেরানা কি গায়েবানা মহব্বত রাখে, আর আপন এমামের মজহবের 'পরে মজুবুত আছে, আর হজরত মরসেদ বরহক ছৈয়দ আহমদ কোদ্দেছা ছের্রহুর সাতে এত্‌কাদ রাখে, আর তার কেতাব 'ছেরাতল মস্তাকিমে'রে ছাচ্চা কেতাব জানে; বাদ ছালাম আলায় কোম ও রহমতল্লাহে ও বরাকাতহুকে মতালেয়া ফরমাইবেন; জে, হাজি ছাকুর ছাহেব সাকিম মবারক পুরির জবানি (জবানিতে) মালুম হৈল জে, মৌলবি ফয়জুল্লা ছাহেব আজম গড় হাজি ছাকুরের কাছে কহিয়াছে জে, 'ইজাহল হক' এক রেছালা রদ; তাহা রদ করাতে আমারঘ মুখে তামাচা লাগিয়াছে। তুমি মৌলবি ছাবের কাছে অর্থাত এই ফকিরের কাছে হাত জুড়িয়া আমার তরফ হৈতে কহ জে, জেই মতে "ইজাহল হক্ক'রে রদ করিয়াছে, সেই মতে ঐ কেতাবেরে ছহি লেখিয়া দেই। কেননা, এই কেতাব ছহি বটে। আমাকে দিয়া গলতি হইয়াছে জে, আমি তারে রদ করিয়াছি। এতখানি লেখিলেই সকল কাম ঠীক হৈয়া জাইবেক। এখন তক কিছু বিগড়ে নাহি। আর এই কথাহ কহিল জে, আমি কোন মকামে 'ইজাহল হক্কে'র তহ্‌কিক করনের জৈন্যে লেখিয়াছিলাম, জে এই কেতাব কার তছনিফ; তবে তিন জনা মৌলবি জে বড়২ মাতবর আছে, তারা হলফ করিয়া লেখিয়াছিল জে, এই কেতাব 'ইজাহল হক'; মওলানা মহাম্মদ ইছমাইল ছাহেবের তছনিফ। আর সেই মকামের নাম, হাজি ছাহেব বলিলেন, জে, আমার ইয়াদ নাহি। তবে এই কথা সুনিয়া আমার বড় আফছোছ হৈল জে, আমি 'এত্‌মিনান কুলুবে'র মৈদ্দে 'ইজাহল হক্কে'র খারাবি আর লা-মজহাবি জাহের করিয়া দিয়াছি। আর ফেকা কেতাবের মছলার জে 'ইজাহল হক্কে'র মৈদ্দে রদ লেখিয়াছে? তাহাহ খুলিয়া দিয়াছি। আমার মরসেদ হজরত ছৈয়দ আহ্‌মদ কোদ্দাছা ছের্রহুর কেতাব 'ছেরাতল মস্তাকিমে' জেই ২ মকামের রদ— 'ইজাহল হক্কে'র জেই মকামে করিয়াছে, তাহা খুলিয়া লেখিয়াছি

পাদটীকা ঃ ৯. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৮-'৭৯।

জে, ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’র মছন্নফ হজরত মরসেদ ছৈয়দ আহ্‌মদ ছাহেব বটে। সেই কেতাব ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’র লেখ্‌নেওালা মওলানা মহম্মদ ইছমাইল মরহুম বটে। ‘ইজাহল হক্কে’র মছন্নফ কোনো দোছরা মৌলবি ইছমাইল হইবেক। কেননা, ‘ইজাহল হক’ জদি মওলানা মহম্মদ ইছমাইলের তছনিফ হৈল, তবে ‘ছেরাতল মস্তাকিম’হ তাহার হাতের লেখা। তবে ‘ইজাহল হক্ক’কে, ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’র রদ কি প্রকার লিখিল। আপন হাতের কেতাব ভাল মনিস্ব কি, পাগলেহ্ রদ করে না। এই কথায় আমি কি বুরা করিয়াছি। আমিত আপন মরসেদ আর মওলানা মহম্মদ ইছমাইলের ছুন্নত জমাত মজহাব হওার লোগেরে খবরদার করিয়া দিয়াছি। আর ‘ইজাহল হক্কে’র মছন্নফের লা-মজহাবি, আর আমার মরসেদের সাতে তার দুস্মুনির (দুশ্‌মনির) হাল খুলিয়া দিয়াছি। এইক্ষন হাজার২ তাজ্জব এই জে, ‘ইজাহল হক্কে’র জে ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’ রদ আছে, তাহাতে মৌলবি ছাহেবের মুখে তামাচা লাগিল না জে, ‘এত্‌মিনান কুলুবে’র মৈদ্দে ‘ইজাহল হক্কে’র রদ দেখিয়া তার মুখে তামাচা লাগিয়াছে। এখন মৌলবি ছাহেব মম্‌দুহ আর সকল মছলমানেরে উচিত এই জে, ‘ইজাহল হক’ আর ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’র দোনর ঐ মকামেরে দেখে। আর খুব দরয়্যাপ্ত করে জে, ‘ইজাহল হক্কে’র মছন্নফের ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’রে রদ করিয়াছে কিনা। জদি রদ করিয়া থাকে, তবে আপন মরসেদ হজরত ছৈয়দ আহ্‌মদ ছাহেবের কেতাব ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’রে হক জানে। তার উপর আমল করে। আর ‘ইজাহল হক্কে’রে ঝুট্ জানে। আজব তামাসার কথা এই জে, দোন কেতাব না মিলাইয়া আর, হক তহ্‌কিক না করিয়া আমাকে কহিয়াছে জে, আমি ‘ইজাহল হক্কে’রে ছহি লেখিয়া দেই। এখন সকল মছলমান লোগে এন্‌ছাফ করো জে, আমি আপন মরসেদ হৈতে জে এক পঞ্চাস বস্বর (বৎসর) হৈতে এত্‌কাদ রাখি। তবে সেই এত্‌কাদেরে আমি কোন্ ঝুটা, জাহেল, লা-মজহাব গোম নামের লেখনে কি প্রকার ছাড়িয়া দেই। আর এমন আন্দা হৈয়া জাই যে, ‘ইজাহল হক্কে’র রদ হওাতে আমাকে তামাচা লাগে। ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’র রদ হওাতে তামাচা না লাগে। এই কথা সকল ছুন্নত জমাতের লোগ, খাছ করিয়া ওাজিব (ওয়াজিব) লোগ গউর করিয়া দেখে। আর এমন ঝুটা কেতাবের ফেরেবের জাল হৈতে মছলমানেরে বাচায়। এই ক্ষন এই কথা খুব খেয়াল করা চাই জে, জখন ‘ইজাহল হক’ওালা ‘ছেরাতল মস্তাকিমে’রে রদ করিয়াছে, তবে এখন, ‘ইজাহল হক্কে’র মোছান্নফ মওলানা মহাম্মদ ইছমাইল মরহুমেরে ছাবেত করা কি ফায়দা? কেননা, এহাতে তার আপন লেখা ‘ছেরাতল মস্তাকিম’ রদ হৈয়া গেল। আপন হাতে আপন কেতাব রদ করিল, এমন ঝুট্ কথা কে এত্‌বার করে? আর জদি এই কথা ছাবেত হয় জে, ‘ইজাহল হক’ মওলানা ইছমাইলের তছনিফ; তবে এহাতে কি ফায়দা হৈল। আর জঙলে বেল পাকিলে

কাওার বাপের কি ফায়দা? 'ছেরাতল মস্তাকিম'ত কখনহ রদ হওার না। ফোক্ত (ফক্‌ত) মওলানা ইছমাইলের উপর আয়েব লাগিয়া জাইবেক। এই রকমে মৌলুদ সরিফ আর কেয়ামের মছলাতেহ 'ইজাহল হক্কে'র মত্‌কাদ লোগের টেড়া ছমুঝের; হাল বুঝিয়া লও। আর মৌলুদ সরিফ আর কেয়ামেরে জে বেক্তি মানা করে কিম্বা মক্কা-মদিনা সরিফের লোগের উপর তান করে, আর তার আয়েব তালাস করে, কিম্বা একজন এমামের মাইন করিয়া তক্‌লিদ করাকে ওাজেব না কহে, কিম্বা ফেকাহি মছলার কেতাবের উপর আমল করাকে ওাজেব না জানে; তবে তার মৈদ্দে খামাখা লা-মজহাবি আর ওহাবিপানার কোন্ কথা আছে। আমি 'মলখছ' কেতাবের মৈদ্দে মৌলুদ সরিফেরে পচিস আলেম এমামের কউল আর ফেল হৈতে, আপন তরিকার পেসওা লোগের কওল হৈতে, আর তওারেছ হৈতে; অর্থাৎ মক্কা- মদিনার খাছ লোগের চাল হৈতে ছাবেত করিয়াছি; মৌলুদের মানা করনেওালা ফোক্ত এক বেক্তি ফাখানি মালেকি বটে। তবে জমাতের ছামনে এক-দোকার কি এত্‌বার? কেয়ামেরে এক মজতাহেদ আর মক্কা সরিফের দুই মাওমাদ বেক্তি আর নামি আলেম কদিমের ফতওা হৈতে আর বড়া ২ মাতবর কেতাব হৈতে, আর তওারেছ হৈতে ছাবেত করিয়াছি। এই কেয়াম অর্থাত মৌলুদ সরিফের মৈদ্দে খাড়া, তাজিমের জৈন্ন্যে বটে। এই জৈন্ন্যে জে, এহার আছল হজরত বিবি আয়সা ছিদ্দিকার হদিছ হৈতে ছাবেত করিয়াছে। এই ক্ষন এক কথা বড় ফায়দার, এয়াদ রাখা চাই জে, লফ্‌জ মৌলুদেন্নবিতে তাজিম মজাফ বটে। মজাফ মানি কোন চিজ। কোন বড় মর্‌তবাওালা চিজের তরফ নেছবত করা। নেছবত কোন বড় চিজের তরফ করে। অর্থাত জখন কোন চিজের যেমন বয়তুল্লা অর্থাত আল্লার ঘর। আর আবদল খলিফা অর্থাত বাদসার গোলাম। খোলাছা এলাকা কোন ভারি মরতবাওালার সাতে লাগায়, তখন ঐ চিজের তাজিম ছাবেত হয়। যেমন মৌলুদ নবি আলায়হেচ্ছালামের আর হজরতের বাল মবারক ন আর নালায়েক সরিফ ওগয়রহ তাজিমের চিজ। জেমন আল্লার ঘর কিম্বা বাদসার গোলাম। তবে, এই জায়গায় ঘরের তাজিম আর গোলামের তাজিম ছাবেত হৈল। এই জৈন্যে আসক লোগ রছুলল্লা ছাল্লাল্লা আলায়হে অছাল্লামের মৌলুদের তাজিম করনেওালার তরফ বটে। মৌলুদের তাজিমে মহেব লোগ খাড়া হয়। মৌলুদেরে কিছু নামাজ কি মাবুদ জানিয়া খাড়া হয় না, খুব খেয়াল করো। তবে জারা ধোকা খাইয়াছে, তারা তোবা করে। আর মৌলুদ সরিফেরে মানা করনেওালার সাতে বেরাদরির এলাকা তুড়িয়া ডালে। তার সাতে মেল-জোল না রাখে। আর এই জাফত, ফেকারত করনের জৈন্ন্যে নহে। হেকারত করনের জৈন্ন্যে কখন হয়, জখন কোন চিজের নেছবত কোন ছোট আর হকির আর জলিল, না-কদর খারাব চিজের তরফ করে। জেমন 'ওলেদল হাজ্জাম' (ওয়ালেদ-উল্

হাজ্জাম), অর্থাত হাজ্জামের বেটা; জে চাহে এই কায়দাকে মক্তচ্ছর (মোখ্তছর?) মানি, কেতাবে দেখে। এই কথা জখন সমুঝে আসিয়া গেল, তখন লফ্জ কহিয়া মৌলুদ সরিফেরে হেকারত করা দোরস্ত হইবেক না। মৌলুদ বেদাত ছেয়্যা কিম্বা মকরূ আর এমত কহা কখনহ দোরস্ত হইবেক না। এই রেছালা-মৌলুদের বাতেল করনের জৈন্ন্যে জেমন এক রেছালার নাম কোন বেক্তি রাখিয়াছে 'গায়েতল কালাম ফি এরতালে আমলেল মৌলুদ ওল (উল্) কেয়াম'। পয়ার। এহাতে বড়া বারিক কালাম বাতেল করিতে আমল মৌলুদ কেয়াম; পয়ারের তাকিয়াতো খুব মিলিয়াছে। কিন্তু ইমানের কি হাল হৈল, তার মালুম নাহি। এই কথা বাহেছ আর জবানি তক্রির করিয়া কেহু বাতেল করিতে পারিবেক না। জব তক মক্তচ্ছর মানির মজমুনেরে তার বরাবর কোনোক কেতাব হৈতে কেহু রদ না করে। এখন এই এক মজমুন হৈতে তোমরা ওহাবির মজহাব আর তার এলেমের হকিকত বোঝো। কেতাবের নাম মকরর করাতে তো তার এই হাল হৈল। এই কথায় তোমরা তার সব আকিদা আর এলেম, আর মছলার হাল দরয়্যাপ্ত করো। কেয়ামের মানা এখন তক কোনো কেতাবে পাওা যায় না। নতুন ওহাবি লোগে জে, আপনার রেছালাতে কেয়ামেরে মানা লেখিয়াছে কিম্বা এখন কোনো জাহেল মুরক্ষ মানা করে, তবে তার কথা কে সোনে? 'রেছালা মলখছ' জল্দি ছাপিয়া আসিতেছে। ইন্শা আল্লাতালা সেই কেতাবে সকল হকিকত খুলিয়া জাইবেক। আর এই কথা সকলের উপর জাহের আছে জে 'হরমেন সরিফেন' অর্থাত মক্কা মাজমা (মক্কা মোয়াজ্জমা) আর 'মদিনা মনুওরা' (মদীনা মনোয়ারা) দিনের দেশ বটে। তবে জেই মজহাব মক্কা-মদিনা নাহি, সেই মজহাব সুন্ন লতার মতো বেজড় জানো। তার জড় ও সিকর নাই। সেই কথার কোন ছনদ ও দলিল নাই। দিলে একিন রাখো জে মক্কা-মদিনার আলেমের ভারি জমাতের পয়রবি করনেই বড় বাচাও; নতুবা আর কোন দলিল জাহেরি নাহি। আর 'রদ্দল মখ্তারে'র তিছরা জিলে 'বাবল বোগা'তে, তিন সও নও ছফাতে খারিজি লোগ, জার উপর খরুজ করে, তার কাফের হওার জে এত্কাদ রাখে, এই কথার বয়্যানে লেখিয়াছে। জেমন জাহের হৈয়াছে আমাদের জমানাতে, আবদুল ওহাবের তাবেদারের মৈদ্দে জে, নজদ হৈতে নিকলিয়াছিল। আর মক্কা-মদিনার উপর গালেব হইয়াছিল। তারা ফেরেব করিয়া আপনাকে 'হাম্বলি মজহাব' কহিত। কিন্তু তারা এত্কাদ রাখিত জে, তারাই মছলমান। জারা তার এত্কাদের খেলাফ এত্কাদ রাখে, তারা সকল মস্রেক। এই এত্কাদের ছববে ছুন্নত জমাতের লোগের আর ছুন্নত জমাতের আলেমের কতিল (কতল) করা, মোবা করিয়াছিল। এহা তক আল্লা তা'লা তার হসমত দব্দবাকে (দবদবাকে) তুড়িয়াছে। তাহাদের লড়াইর বড় ধুম ও হছরত জে লোগের দিলের মৈদ্দে সান্দিয়াছিল, সেই সকল নিকলিয়া গেছে। আর

খুব মারা গেছে। আল্লাতালা খারাব করিয়াছে তার সহর, আর তার উপর ফতে দিয়াছে, মছলমানের লস্করকে। বার সত তেত্তিস (তেত্রিশ) হিজরিতে ফায়দা হেজাজের জমিনে ছেওয়ায়— জেই জমিনে, তাহাকে নজ্‌দ বলে। 'মেস্কাত সরিফে'র বাদে জেকের 'আয়মন স্বামে'র পহেলা ফছলে আখেরিতে, 'বখারি'র (বোখারি) রওায়েতওালা (ওয়ালা) হদিছ জে, এব্‌নে ওম্মর হৈতে রওায়েত করিয়াছে, তাহাতে রছুলল্লা ছাল্লাল্লা আলায়হে অছাল্লাম ফরমাইয়া আছে (ফরমাইয়াছে) নজ্‌দের মৈদ্দে ভুই চাল ও জল্‌জলা আর ফেত্‌না হইবেক। আর নজ্‌দ হৈতে সয়তানের লস্কর আর সয়তানের মদদগার লোগ নিকলিবেক। এই খাক্‌ছার কহে জে, এই কথা রছুলল্লা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লাম মাজেজার মতো ফরমাইয়াছিল। সেই মতোই জাহের হইয়াছে। অর্থাত নজ্‌দ হৈতে ওহাবি লোগ নিকলিয়া কত২ জায়গায় ফেত্‌না-ফছাদ ডালিয়া গোমরা করিয়াছে। এহা তক ওহাবির ফেত্‌না এই মুল্লুকেহ পৌছিয়াছে। আল্লা চাহে এখান হৈতেহ ওহাবি লোগ নিকাল জাইবেক। ফের এখানের ওহাবি লোগ ভি কয় ফের্‌কা আছে। এক ফের্‌কা ঐ লোগ, জারা কোন এমামের মজহাবের তাবেদারি করনেওালাকে মসরেক জানে। আর মসরেকের উপর জে আয়েত উতারিয়াছে, সেই আয়েত ঐ মজহাবের তাবেদারের উপর পড়ে। আপনে কোন এমামের তাবেদারি করে না। এহারা 'লা-মজহাব' মানে না। মজহাব মহম্মদিয়া কহলায়। এই সমস্ত লোগ দিল্লি, বানারস, আজিমাবাদ, সুরূজগড়, কলিকাতা, ঢাকা আর রামপুর– বুওালিয়ার এলাকাতে গায়২ নিকলিয়াছে। দোছরা ফের্‌কা, এমামের তাবেদারি করে। জেমন পুরানা ওহাবি লোগ, আপনারা 'হাম্বলি মজহাব' কহিত, তেমন এই লোগহ আপনাকে হানিফি মজহাব কহে। জেমন বাঙালাতে ঢাকা আর ফরিদপুর আর বরিসালের এলাকাতে গায়২ দুধা মিঞার গোরোর লোগ নিকলিয়াছে। চাটগায়ের এলাকাতে বাজে গায় মখলেছ রহমানের গোরো আর ভি কয় কেছেম ওহাবি লোগ আছে, (তাদের) এক গোরো আখের জহর (জোহর) মানা করে। এক গোরো মৌলুদ ও কেয়াম মানা করে। এক গোরো পরের জৈন্ন্যে এস্তেখারা করিয়া গায়েবদানি দাবি করনেওালা। এক গোরো পির-পোরস্ত; পিরের ছুরত ধ্যান করনেওালা। এক গোরো, সামা-পোরস্ত। এক গোরো আতস-পোরস্ত; ধামাল করনেওালা। এক গোরো মনাফেক; ছামনে কেব্‌লা-কাবা, পিছে গিল্লা-গিবত করনেওালা। এক গোরো মর্‌জি মত চল্‌নেওালা। হাজার আলেম কহিলেহ, সেই কথা সুনিবেক না। এক গোরো জালেম; ঘর পোড়া, নাও ডুবা, মোছলমানের উপর জুলুম করনেওালা। এই মত দেসে রকম২ ওহাবি গোরো গায়২ নিকলিয়াছে। তাহাকে চিননের নিসান এই জে, তারা আপন গোরো ছাড়া সকলেরে মসরেক জানে। জদিস্বাত জাহেরিতে মসরেক না কহে; কিন্তু

বাতেনে এই আকিদা পুরা আছে। এই জৈন্ন্যে চার মজহাবওালার সাতেই তারা নামাজ পড়ে না ও তার জবেহ খায় না। জদিস্বাতহ তার সাতে নামাজ পড়ে। কিন্তু কোনো মছলায় এখ্‌তেলাফ হওার সময় আপন গোরোর সেওায় কার (কারো) কথা মানে না। জেমন হিন্দুস্তান ও বাঙালার ওহাবির মৈদ্দে এখন্তক (এখন তক্) সেই পুরানা এত্‌কাদ পুরানা ওহাবির মৌজুদ আছে। জে চাহে সে আজমাস করিয়া লেয়। তাহার নজির এই জে, এই লোগ আপন গোরো ছাড়া সকলেকে মসরেক ও কাফের জাননের ছববে আপন গোরো ছাড়া কোনো আলেমের কথা মানে না। এহা তক তাম্বি আছে জে, কোনো আলেমের ওাজ সুনিলে কি তার পিছে নামাজ পড়িলে— তারে জুতা মারে, কি জরিমানা করে, কি তার দাওাত বন্দ করে। মক্কা-মদিনার আলেম, তামাম দুনিয়ার আলেমেরে পেট পাল্‌নেওালা আর ইংরাজের আলেম কহে। এহা তক নৌবত পৌছিয়াছে জে, রামপুর-বোওালিয়াতে এক দাগাবাজ দিল্লি হৈতে গিয়া রহিয়াছে। সে বলে জে, মৌলুদ সরিফ বেদাত ছেয়্যা বটে। আর তাহাতে খাড়া হওার ছববে কহিতেছে জে, (নাউজবিল্লাহে) রুমের বাদসা, মক্কা-মদিনার তামাম আলেম আর সকল লোগ মসরেক বটে। নবি জে ফরমাইয়া গেছে জে, বেসক আল্লা তা'লা জমা করে না; আমার উম্মতেরে গোম্‌রাহির উপর। 'মেস্কাত সরিফে' লিখিয়াছে জে, এই এক খাছিয়েত আছে জে, আল্লাতালা এই উম্মত মরহুমাকে তার সাতে খাছ করিয়াছে। জে-কথার উপর এই উম্মতের লোগ এত্তেফাক করিবেক; সেই কথা হক হইবেক। পুরা হদিছ মেস্কাতের সরা 'আস্ আতল্লমায়াতে বাবল এতেছামবেল কেতাব ও ছুন্নতা'র দোছরা ফছলে দেখো। তবে, এই হদিছের মখালেফ্ করিয়া ওহাবি লোগ আপন গোরোর লোগেরে দুই-তিন জনের নাম লইয়া কহে জে, ফলানা ফলানার কথা মানো। জদি মছলা জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে ঐ দুই-তিন জনের কাছে পুছিয়া লও। আপন গোরো ছাড়া আর কার (কারো) কাছে পুছিও না। এই এক ভারি দাগাবাজি। এই এক কথা ঐ দাগাবাজ ফেরেবি লোগের ফছাদ হৈতে বাচনের জৈন্ন্যে কেফায়েত্ বটে। ভালা কি ছবাব জে, মক্কা-মদিনা জেখানে কেয়ামত তক্ দিন থাকনের খোস-খবরি রছুলল্লা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লাম দিয়াছে; সেখানের আলেমের জমাত আর এই মুল্লুক হিন্দুস্তানের সকল আলেমের জমাতের কথা মানিতে; আর তার কাছে মছলা পুছিতে আপন গোরোর লোগেরে মানা করে। আর আপন গোরোর দুই, তিন, কিম্বা চার-পাঁচ আলেমের কথা মানিতে; আর তার ঠাই মছলা পুছনের তাকিদ্ করে। আর এই কথা জাগায়২ লেখিয়াহ পাঠায়। তবে ছুন্নত জমাতের মজহাবের হাজারো আলেমের জমাতেরে ছাড়িয়া আপন গোরোর দুই-তিন জনেরে চুনিয়া লওা, আর আপন মতকাদেরে তার ছফরদ করা, এই তার আপনা ওহাবিপানা। আর লা-মজহাব হওার ছাফ একরার

করা। আর ছুন্নত জমাতের গোরো হৈতে জুদা হৈয়া যাওা বটে। এইক্ষন এক কথা বড় কামের। তোমরা সুনিয়া লও। জেমন এক বেক্তি ভাল পাক্কা সোনা এক সের আনিয়াছে, আর সহর-গায়ের লোগের কাছে কহে জে, তোমরা পঞ্চাস কি সও সোনারের কাছে আমার সোনা লইয়া যাও। সোনার লোগ জালাইয়া সুরাখ করিয়া পাথরে ঘসিয়া লয়। যদি ভাল হয়, তবে সোল টাকা করিয়া তোলা, আমার সোনা খরিদ করো। আর দোছরা এক বেক্তি এক সের পিতল গিল্‌টি করিয়া আনিয়াছে। পালাইয়া ২ কোনো সাদান লোগের কাছে কহে জে, আমার সোনা বহুত ভাল। আমি সতর টাকা করিয়া তোলা বেচিতেছি। তোমরা ফিরিও না। আমার ঠাঁই খরিদ করিয়া লও। জখন কোনো খরিদার খাড়া হয়, আর কহে জে, 'আচ্ছা, আমার সাতে চলো। আমি দস-বিস সোনারেরে তোমার সোনা দেখাইয়া জাচাই করিয়া সকল সোনা খরিদ করিয়া লইব।' তখন সেই বেক্তি বলে জে, 'তামাম জাহানের সোনারু কানা; খালি আমারি চক্ষু আছে। আর আমার সাতে ফালানা ফালানার চক্ষু আছে। জদি তোমার খরিদ করন হয়, তবে আমার চক্ষে দেখিয়া সোনা খরিদ করিয়া লও।' এখন ভাই-লোগ এন্‌ছাফ করিয়া কহ জে, এই দুই জনের মৈদ্দে কোন বেক্তি ঠগ? এমন ঠগের কথা কোন আকেলমন্দ্ কবুল করিবেন কিনা? আমি কহিতেছি জে আমার কথাকে হিন্দুস্তান আর বাঙালার হাজার হাজার ছুন্নত জমাতের আলেমের কাছে, আর মক্কা-মদিনার তামাম আলেমের কাছে আমি তামাম দুনিয়ার ছুন্নত জমাতের আলেমের কাছে জাচাই করিয়া তহকিক করিয়া লও। জদি ছাচ্চা হয়, তবে মানিয়া লও। জদি ঝুটা হয়, তবে আমার কথা মানিও না। বল্‌কে আমাকে সেই কথার খবর করো। তাকে আমিহ সেই কথা হৈতে তোবা করি। জার কথা ঝুট্ হয়, তারে ঝুটা জানিয়া ছাড়িয়া দেও। আর হকিকতে কেয়ামত তক, উম্মত লোগের মৈদ্দে জত এখ্‌তেলাফ হইবেক, সকলের ফয়ছলাও হজরতে ফরমাইয়া গেছে। মক্তচ্ছর ফয়ছলা এই জে, এক হদিছ জে পহেলা মজকুর হৈয়াচে, আর দোছরা হদিছ জে, এখন জে লেখিতেছি, সব এখ্‌তেলাফের ফয়ছলা করনের কেফায়েত বটে। দোছরা হদিছ এই জে, 'মেস্কাতে মছাবি'র বাব ছওাব 'হাজেহেল উম্মতা'র দোছরা ফছলে আনাছ রাজিয়াল্লা হৈতে রওায়েত আছে। সে কহিয়াছে জে, রছুলল্লা ছল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লামে ফরমাইয়াছে; 'আমার উম্মতের মেছেল জেমন মেঘের মত বুঝা জায় না জে, পহেলা মেঘ বেহ্‌তের আর ফায়দা দেনেওালা জেয়াদা। কিম্বা তার আখেরি মেঘ বেহ্‌তের ফায়দা দেনেওালা। 'আস্‌আতল্লমাযা'তে জে এই হদিছের সরা আছে, তার খোলাছা এই জে, সকল উম্মত বেহ্‌তের। জেমন মেঘ সকলহি বেহ্‌তের আর ফায়দা দেনেওালা। তেমন এই উম্মতহ বেহ্‌তের হওাতে সব বরাবর— ছাহাবার জমানা হৈতে কিয়ামত তক, ছারা উম্মত নেক হওাতে বরাবর

বটে। তবে, পহেলা হদিছ আর এই হদিছের মজমুন মিলিয়া এই কথা ছাবেত হৈল জে, ছাহাবার অক্ত হৈতে কিয়ামত তক জেই জমানার উম্মত লোগ, জেই কথার উপর এত্তেফাক করিবেক, সেই কথা, গোমরাহি হইবেক না। তবে, এক জায়গায় দুই-চাইর জনের বাহেছ-ঝগড়া করনে, আর হার-জিত করতে কোনো ফায়দা নাহি। এইত জান বাচানের হেক্‌মত। আছল কথা ঐ জাহা দোনো হদিছে মালুম হয়। তবে জেই বেক্তি আপন কথা ...... উম্মতের এত্তেফাক দেখাইবেক, তারে তামাম জমানার লোগে চিনিয়া লইবেক জে, এই বেক্তি ছাচ্চা। জেমন মৌলুদ সরিফ আর খাড়া হওার মছলা। মৌলুদ ও মৌলুদের মৈদ্দে খাড়া হওা মক্কা-মদিনার আলেম লোগে করে কি না, আর তামাম মুল্লুকের ছুন্নত জমাতের আলেমে মৌলুদ ও কেয়াম করে কি না। জদি করে তবে আমি ছাচ্চা। জদি না করে, তবে আমি ঝুটা। আর জদি মক্কা-মদিনা মৌলুদ-কেয়াম থাকে, আর জেই কথা, জেই কাম, মক্কা-মদিনার আলেমে করে, সেই কামকে মানা করনেওালা বেসক ঝুটা, দাগাবাজ। এই রকম মুরিদ হওার মছলা, আর অজুদিয়া কিম্বা হামাওস্ত কহ্‌নেওালার মছলা কিম্বা পিরের ছুরত ধ্যান করা, কাগজের মুরতি ধ্যান করা, লাহুতের মানি সরিরের মৈদ্দে কোনো মকাম বলা, লা-মজমার মজহাবকে বেদাত কহ্‌নেওালা, খারিজি জুমা মানা করনেওালা, আখের জহর মানা করনেওালা, বেনামাজির জানাজা মানা করনেওালা। কিম্বা রোছমি বেদাত ফাতেহা ওগয়রহ আল্লার নজরকে দোরস্ত কহ্‌নেওালা, মৌলুদ ও কেয়ামের বেদাত ছেয়্যা কহ্‌নেওালা ওগয়রহ মছলাতে এই রকম কেয়াছ করিয়া লও। জাচাই করিয়া বুঝিয়া লও, কে ছাচ্চা, কে ঝুটা। ছাচ্চা রাহা ধরো, ঝুটা রাহা ছাড়ো। 'তওজি' 'মজালেছল আবরার' আর ছুন্নত জমাত মজহাবের বহুত বহুত কেতাবে এই কথা ছাবেত আছে জে, মুরাদ সকল উম্মত মতলক হৈতে ছুন্নত জমাতের বটে। ছুন্নত জমাতের ঐ লোগ বটে, জে তরিকা তার রছুল আলায়হেচ্ছালামের আর তার আছহাব রাজিআল্লা আনহুমের তরিকা কহয়। এহাতে বেদাতওালা মুরাদ নাহি। তবে এই জাগা হৈতে মক্কা-মদিনা কতক ছারে ছুন্নত কও জমাতওালা আলেমের ছাড়িয়া জারে রছুলল্লা ছল্লাল্লাহু আলায়হে অছাল্লাম আপন উম্মত ফরমাইয়া আছে। নজদের গোরোর দুই, তিন কি চার পাচ জনের কাছে— জারে হজরত সয়তানের লস্কর ফরমাইয়াছে। তার কাছে মছলা পুছন আর তার মজহাবের উপর চলন রছুলল্লা ছল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লামের মখালেফি খোলাখুলি করা বটে। মছলমান ভাই, আমি তোমাদের বড় খয়েরখাহি করিয়াছি জে, এই রেছালা ফয়ছেলাতে ঠগ লোগেরে চিনাইয়া দিয়াছি। আমার হক্কে দোওা করিবেন। অচ্ছালাম।[১০]

পাদটীকা ঃ ১০. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫-'১২।

নমুনা – ১১

কি হুকুম করেন দিনের আলেম সকলে। রহম করে আল্লাতালা আপনাদের 'পরে। এই মছলাতে জে, সহর চাটগাও, কলিকাতা, সুধারাম ওগয়রহ্ সহরে, জুমার বাদে এফ্‌তেয়াতের জৈন্ন্যে আখের জহরের নিয়তে চার রেকাত নামাজ পড়ন দোরস্ত আছে কি না?

*** জওাব ***

পহেলা জানা চাই জুম্মা আদা করনের জৈন্নে জে মেছের সরত আছে সেই মেছেরের তারিফ জাহের মজ্‌হাবের মতাবেক এই 'কোহেস্তানি কেতাবে' আছে। হদ ছহি এত্‌মাদ করা গেছে। তার উপর জে মেছের হর এক এক সহর বটে। জারি করা জাবে। তাতে আহ্‌কাম আর কায়েম করা জাবে। দিনের হদ সকল জেমন জওাহের কেতাবে আছে, জাহের মজহাব মেছের ঐ চিজ বটে। জে তাহাতে লোগের জমাত, জামে মছজেদ, বাজার আর মুপ্তি, বাদসা আর কাজি কায়েম ক'রে হদ সকল চালায় দিনের আহ্‌কাম। অছুল দিনের এলেমের কেতাব, ফেকা, তার মতাবেক এবাদতের কাম চালাইতে পারে। আর পোছে মমকান, তার মিনার, মকান তক। 'কাজি খান' কেতাবে আছে; না হবে কোন জাগা মেছের জাহের রওাতে। কিন্তু এই জে হবে, তাতে মুপ্তি আর কাজি জে কায়েম করে, হদ সকল; আর জারি করে আহ্‌কাম আর পৌছে মকামে; তার মিনার মকান তক। আর 'দরল মক্তারে' (দোর্‌রল মোখ্‌তার) আছে, জার জাহের মজহাবে জে মেছের হর জাগা বটে। তার জৈন্নে আমির আর কাজি রহে। তাদের হয়, তারা হদ সব কায়েম করনের উপর। 'রদ্দল মুহ্‌তার' (রদ্দেল মোহ্‌তার?) কেতাবে লেখে 'সরা মনিয়া' কেতাবে কহিয়াছে, আর হদ্ ছহি ঐ চিজ বটে। জে এক্তেয়ার করিয়াছে, তারে খেদাইয়্যা; কেতাবওালা জে মেছের ঐ জাগা জে তার জৈন্নে আর কাজি হয়; জে জারি করে আহ্‌কাম আর কায়েম করে হদ্ সব; ইতি। বহুত ফকি, আলেম, মতাখেরিনের জারা এক্তেমার করিয়াছে। মেছেরের তারিফ; সেই তারিফ এই। 'দরল মোক্তারে' আছে, আর সরত কহিয়াছে— জুম্মা ছহি হওার জৈন্নে সাত চিজ পহেলা মেছের; আর মেছের ঐ চিজ বটে। জে সামাই না হয়, সে জাগার বড় মছজেদে, তার রহ্‌নেওয়ালা জারা মকল্লেফ। আকেল, বালেগ, মছল্লম সরিয়তের হুকুম জার উপর কায়েম হয়; ইহার উপর বহুত ফকি লোগের ফতওা আছে, 'মজ্‌তবা' কেতাবে লেখে হাকেমের হুকুমে ছুস্তি জাহের হওার জৈন্নে; আর সরা 'সরা বেকয়্যা'তে ('শরে বেকায়া'তে) আছে, এখ্‌তেলাফ করিয়াছে, বহুত ফকি-লোগের মেছেরের তারিফে। বাজে

ফকি-আলেমের নজদিগ ঐ মৌজা হয়। এই কওল তক; আর বাজে ফকি-আলেমের নজদিগ মেছের এক জাগা আছে, জখন এক গাটরা হয়, সেই জাগার রহ্‌নেওালা তার বড় মছজেদের; আর তার গুঞ্জায়েস না হয়। সেই মছজেদের মৈদ্দে বন্দ। এক্তেয়ার করিয়াছে, মছন্নেফে এই কওলকে কহিয়াছে। আর জেই জাগা জে না সামাই করে, বড় মছজেদে, সেই জাগার রহ্‌নেওালাকে, সেই মেছের বটে। জখন দোন তারিফে এক্তেলাফ আছে, মজকুর সকল সহরে পহেলা তারিফের মানি মতাবেক মেছের হয় না। দোছরা তারিফের মানি মতাবেক মেছের ছাদেক ও ছাবেত হয়। এ জৈন্ন সক উপস্তিত হইয়াছে, জুম্মা আদায় করনে। অতয়েব এহ্‌তেয়াতের জৈন্নে আখের জহর পড়ন জায়েজ আছে। বল্‌কে বাজে ছুরতে ও ওাজেবহ আসিয়াছে। 'রদ্দল মহ্‌তারে' ছাহেব 'দরল মক্তারে' তেরোই কওলের নিচে লেখিয়াছে। সেই কওল এই— বছ (ব্যস) নামাজ পড়িবেক। অর্থাত জুম্মা আদায় করিবেক। তারপর, আখের জহর পড়িবেক। আর বাহর্বরায়কে (?) কহিয়াছে— এহ্‌তেয়াত চাই না। তাহা করিবে। কেননা, ঐ আমল করা পাক্কা দুই দলিলের সাতে আখের তক আমি কহিতেছি। আর তাতে নজর আছে। বল্‌কে, ঐ এহ্‌তেয়াত আছে মানিতে ওহদ হৈতে নিকলিতে একিনের সাতে। অর্থাত দোনো ফরজের ভারি বুঝ হৈতে খালাছ পাইবেক। কেননা, জায়েজ হওা জাগা-বর-জাগা জুমার নামাজ পড়া জদিস্বাত গালেবতর আছে, আর পাক্কা মাতবর দলিলের মতাবেক জায়েজ আছে। কিন্তু এহাতে বড় সোবা আছে। কেননা, তার খেলাফ রওায়েত করা গেছে। আবু হানিফা রহমতুল্লা হৈতে আরও এক্তেয়ার করিয়াছে, তাহাকে তাহাবিআ তমরতাছি আর ছাহেব মক্তারে— এতাবি তাবে এজহার করিয়াছে। আর এহি ছাফাইর মজহাব বটে। মালেক হৈতে মসহুর আছে, আর এক রওায়েত আহ্‌মদ হৈতে আছে জে, বয়ান করিয়াছে, তারে মকদ্দাছ আপন রেছালা নুর সামাতে জহরের মৈদ্দে জুম্মার; বলকে কহিয়াছে, ছাফাই মজহাবের একজন ছুবকি; জে ঐ কওল বহুত আলেমের বটে। ঐ কওল কোনো ছাহাবা আর তাবেইন হৈতে মহ্‌ফুজ নাই। জায়েজ বলা জাগা-বর-জাগা জুম্মা হওার ছববে। তহ্‌কিক জানিয়াছ তুমি মসহুর কউল, আর সেই কউল জাহের রওায়েত বটে। সরা 'মনিয়াতে জওামেল ফেকা' হৈতে। সেই কউল জেয়াদা জাহের বটে। এমামের দুই রওায়েত হৈতে, 'নহর' কেতাবে আর 'হাবি মকদ্দছি' কেতাবে কহিয়াছে, তার উপর ফতোওা আছে। তকমেলা রাজির কেতাবে ও বেহি নাখেজ আছে। আখের তক বাছ সেই কউল এই অক্তে মজহাবের মৈদ্দে মতেমদ বটে। কউল জইফ না; সরা মনিয়াতে কহিয়াছে, সে এহ্‌তেয়াত বটে। কেননা খেলাফ আছে জায়েজ হওনে তাদাদ— আর না হওনে তাদাদের পাক্কা দলিল বটে।

আর ছহি জায়েজ জরুরতের জৈন্নে ফতওার জৈন্নে মানা করে না। মসরূ হওা এহ্তেয়াত পরহেজগারির জৈন্নে আখের তক এহার উপর আমি কহিয়াছি। জদিক মানন জায়, জইফ হওা তর বছ বাহির হওা— খেলাফ হৈতে, তার বেহ্তের বটে। কি প্রকার ঐ সব এমামের খেলাফের সাতে আর হদিছ মওফেক আলায়হে-তে আছে বছ, জে বেক্তি বাচিল সোবা হৈতে, সে পাক হৈল আপন দিনের জৈন্নে। আপন আবরুর জৈন্নে। এ জৈন্ন বাজে ফকি লোগ কহিয়াছে, তার সানে জে কাজা করে, নামাজ আপন উম্মারের, এহার সাতেহ জে তার নামাজ না ফৌত হৈল। কিছু মকরূ নাহি। তার জৈন্নে কাজা উমরি নামাজ, কেননা সে ধরিয়াছে এহ্তেয়াত আর কেনিয়াত বয়্যান আছে জে, ঐ কাম নেক বটে। জদিস্বাত হয়, তার নামাজে মজতাহেদের খেলাফ। আর কেফায়েত আছে। আমাকে খেলাফ ঐ লোগের আগে গুজরিয়া গেছে। আর 'মকদ্দছি' নকল করিয়াছে, 'মহিত' কেতাব হৈতে। জেই জায়গায় জাহের হয় সপ মেছের হওনে, তবে চাই তারে এই জে, নামাজ পড়ে বাদ জুম্মার। চার রেকাত জহরের নিয়তে এহ্তেয়াতে; এহাঁ তক জে— জদি না-জাহের হয়। জুম্মা আপনা জাগাতে, তবু নিকলিবে, অক্তের ফরজের ভারি বুঝ হৈতে জহর আদা হওার জৈন্নে। এই মত আছে 'কাফি' কেতাবে, আর 'কেনিয়া'তে আছে। জখন মবতেলা হয় মরওর রহ্নেওালা দুই জুম্মা তাতে কায়েম করাতে ওলামার এখ্তেলাফের সাতে দোনো জায়েজ না-হওাতে হুকুম করিয়াছে, তার এমামে, তার চার রেকাত ওাজেব হওাতে এহ্তেয়াতের জৈন্নে আর নকল করিয়াছে, তারে 'হেদায়্যা' ওগয়রহ সরা হৈতে। আর তারে মতাদাওালা করিয়াছে। অর্থাত এক দুছরা হৈতে অক্ত-ব-অক্ত রওায়েত করিয়া আসিতেছে। আর হর হর সালেম হৈতে দস্ত-ব-দস্ত চলিয়া আসিতেছে। জুহরিয়াতে আছে। আর বখারার বহুত মসায়েখে এই কথার উপর আছে— এ জৈন্নে জে, নিকলিল ওহদা হৈতে একিনের সাতে ফের ফাতাহ হৈতে মকদ্দছি নকল করিয়াছে। তহ্কিক লায়েক এই জে, চার রেকাত নামাজ প'ড়ে, নিয়ত ক'রে, তার সাতে আখের ফরজ পাইয়াছি। আমি তার অক্ত। আমি তাহা আদায় করি নহে। জদি তরদ্দদ করিল, তার মেছের কিম্বা জাগা জাগা জুম্মা হওনে। তার মত বয়্যান করিয়াছে। মহক্ক এবনে জবরাস (?) হৈতে কহিয়াছে। ফের কহিয়াছে, ফায়দা নিকলিল, তার খেলা ওহমি কিম্বা তহ্কিকের খেলাফ। জদিস্বাত ছহি আছে, ছহি তাদাদের। বছ অহিনাফা আছে, বেগর নোকছানে ফের বয়্যান করিয়াছে, ওহমে ডাল্নেওালা না পড়নে আখের জুহরের। দফা করিয়াছে, তারে ভাল রকমে; আর জেকের করা গেছে, 'নহর কেতাবে' জে না চাহে তরদ্দদি করিতে, তার মস্তাহাব হওনে। উপর কউল জায়েজ হওনে দুই ফরজ তাহাদের খেলাফ হৈতে নিকালনের জৈন্নে। আর 'সরা বাকানি'তে আছে, কহিয়াছে— ঐ ছহি

আর হাছেল কালাম এই বটে। জে ছাবেত হওা চাহে পড়া এই চার রেকাত বাদ জোমার, কিন্তু কালাম বাকি রহিল। তহ্কিক করাতে জে, সে ওাজেব বটে। কিম্বা মস্তাহাব। মকদ্দছি কহিয়াছে, এব্নে সাহনা জেকের করিয়াছে। আপন দাদা হৈতে, খোলাছার সাতে। মস্তাহাব আর বাহেছ করিয়াছে তাতে এই রকম জে, এহাতে ওহম হওা চাই। কিন্তু সক কায়েম হওাতে আর সোবার জুম্মা ছহি হওাতে, জাহের আছে ওাজেব হওাতে। এব্নে হামাম আপন ওস্তাদ হৈতে নকল করিয়াছে তাহা মফিদ বুলিয়া। আর হিন্দিয়া। আলমগিরি কেতাবে আছে— ফের জেই জাগায় সক জাহের হয়, জুম্মা জাহের হওাতে মেছেরের সক জাহের হওার জৈন্নে কিম্বা তার আর কোনো কামে। সেখানে রহ্নেওালা জুম্মা কায়েম করে। তবে তারে এই চাই জে— নামাজ পড়ে, জুম্মার পরে চার রেকাত নিয়ত করে। তার সাতে জহর। এহাতক জদি জাহের না হয়, জুম্মা আপন মওকা মতো, তবু অক্তের ফরজের ভারি বুঝ হৈতে খালাছ পাইবেক। একিনের সাতে এই মত-ই আছে কাফি কেতাবে। আর এই রকমেই আছে 'মহিত' কেতাবে।

*** ছওাল ***

জদি কেহু কহে জে— বাজে কেতাবে ফতওা দিয়াছে, আখের জহর না পড়িতে; তবে কেমন করিয়া পড়া জাবে।

*** জওাব ***

বাজে লোগের ফতওা দেওার বেনা এই কথার উপর আছে জে, আওাল জাহেল লোগ জুম্মার নামাজকে ওাজেব এত্কাদ করিবেক না। অর্থাত আখের জহর পড়িলে, বেএলেম লোগে বুঝিবেক জে, জুম্মা বুঝি ফরজ না। জহরের ফরজাহ আমরা পড়িলাম। এই ডরে বাজে লোগে ফতওা দিয়াছে, আখের জহর চার রেকাত না পড়নের। জেমন বাহরায়কে এই এবারতে ছাফ বুঝা জায়। আর তহ্কিক আমি বারাই ফতওা দিয়াছি, চার রেকাত নামাজের বাদ জুম্মার আখের জহরের নিয়তের সাতে না হওার। জুম্মার ফরজ গোম হওার এত্কাদের ডরে। আর এই আমাদের জমানাতে এহ্তেয়াত বটে। জেখানে ঐ চার রেকাত পড়াতে না ডরায়; জুম্মার ফরজ না হওার এত্কাদ না করে। তবে সেই খানে এই কাম বেহ্তের বটে। জদি তার ঘরে এই চার রেকাত পুসিদা পড়িয়া লয়। তবু বেহ্তের। আর জেখানে এই ডর না হয়, সেখানে ঐ চার রেকাত পড়া মানা নাহি। বেল এত্তেফাক আর জাহের আছে ঐ মজকুর সহরের জাহেল আর আলেম কারই এত্কাদ জুমার নামাজ ফরজ না হওার নাই। তবে কোন্ ছববে পড়ে না।

*** ছওাল ***

জদি কেহু বলে জে, তরদ্দদে অর্থাত দোরস্ত-না-দোরস্ত হওার সক-সোবায় এবাদত হয় না। আর তরদ্দদ পাওা জায়।

*** মছলা ***

"মা নাহ্নো ফি হে।" তবে এই এবাদতহ না-জায়েজ বটে।

*** জওাব ***

মছলা— "মা নাহ্নো ফি হে।" খালি ফোক্ত এবাদতের মৈদ্দে তরদ্দদ ও সক-সোবা নাই। বল্কে এই নামাজ কাজা ওমরির মতো বটে। জে মুছল্লি জানে না জে, কোন্ দিনের কোন্ অক্তের মতাইওনের নামাজ আদা করে। পরে এহা বোঝে জে, আমার উপর এত নামাজ কাজা আছে, সেই নামাজ হৈতে আদায় করি। আর নিয়ত করে জে, আওাল জহর কিম্বা আওাল ফজর কিম্বা আখের ফজর মেছেল আদায় করি। আমি জেই নামাজ, জেই দিন, জেই অক্তের তার জেম্মা বাকি আছে তাহা হৈতে আদা হৈয়া জাইবেক। এই প্রকারে এইখানে নিয়ত করা চাই জে, আমি আখের জহর পড়িতেছি। জেহ জহর তার জেম্মা বাকি আছে, তাহা হৈতে আদায় হৈয়া জাইবেক। চাই সেই দিনের জহর হৌক, চাই কি আর কোন দিনের জহর হৌক। জদি তার জুম্মা (?) বাকি রহিয়া থাকে। ইতি।[১১]

নমুনা – ১২

কি ফরমায়েন দিনের আলেম সকলে। এই মছলাতে জে, বাজে আলেম কহে, এই মুল্লুকে জুমার রোজ চার রেকাত জহর আখের, জহরের নিয়তে পড়া এহ্তেয়াত বটে। বল্কে, জুমার দিন জুমার নামাজ আর জহরের নামাজ দোনো ওাজেব বটে। বাজে আলেমে আখের জহর পড়িতে মানা করে। তবে এই ছুরতে ফেকার কেতাব মতে কোন্ আলেমের কথার উপর আমল করিব। বয়্যান করেন। ছওাব পাইবেন।

*** জওাব ***

জেই আলেম— আখের জহর আর জুমার নামাজ দোনকে পড়িতে হুকুম দেয়, তার কথার উপর আমল করা চাই। কেননা, ফেকার সকল কেতাবে দোনকে

পাদটীকা ঃ ১১. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪-'৪৭।

পড়নেরি হুকুম আছে। কোনোক কেতাবে কহিয়াছে মনাছেব আছে জে, জুমার বাদ চার রেকাত পড়ে, আর তারে পড়িতে জহরের নিয়ত করে। তবে জদি জুম্মা আপন মকামে ডাকা না হয়; অর্থাত আদায় না হয়, তবে সেই অক্তের ফরজের ওাদা হৈতে একিন নিকলিয়া আসিয়াছে। অর্থাত সেই অক্তের ফরজ একিনি আদায় হৈয়া জাইবেক। এই মজমুন ফতওা আলমগিরিতে, মহিত কেতাব হৈতে লেখিয়াছে। আর তাতে লেখিয়াছে জে বড় এহ্‌তেয়াত বটে। জে কহে—

نویت اخر ظهر ادرکت وقته ولم یصله بعد *

এই মতই আছে কেনিয়া কেতাবে। আর ফতওা আলমগিরিতে আছে জে, মনাছেব আছে জে-পড়ে আল্‌হামদো আর এক ছুরা ঐ চার রেকাতে। জুমার বাদে পড়া জায়, আমার মুল্লুকে। এই মতই আছে 'তাতারখানিয়া' কেতাবে। আর 'জামে রমুজে'র মৈদ্দে কহিয়াছে জে, দোনো ওাজেব বটে। আর কেহু আপন সাবেক মানা করাতে গল্‌তি জানিয়া, আপন গল্‌তির খবর করিয়াছে। কহিয়াছে, চার রেকাত— বাদ জুমার আখের জহরের নিয়তে পড়া জায়। তাহা আমি কতবার তারে না পড়নের ফতওা মানা করাইতে দিয়াছি। এই ডরে জে, কখন কেহু জুমার নামাজ ফরজ না হওার এত্‌কাদ না করে। বেনা তার এই জে এই জমানাতে আখের জহর পড়াতে কেহু কেহু বটে। কিন্তু জেই বেক্তির পর এই ফছাদের অর্থাত জুম্মা ফরজ না হওার এত্‌কাদ করার ডর নাই। তবে বেহ্‌তের জে, আপন ঘরে পুসিদা পড়িয়া লয়। জেমন এই কথা 'দরল মক্তারে' বাহার্রায়েক কেতাব হৈতে লেখিয়াছে। আগে চলিয়া 'দরল মক্তারে' আপন তহ্‌কিকের মতে 'মজমায়েল আন্‌হার' কেতাব হৈতে লেখিয়াছে জে, বড় এহ্‌তেয়াত এই বটে। তার নিয়তে, "আখেরা জোহরেন আদরাক্‌তো অপ্তাহ" কহে। এ জৈন্নে জে, সেই নামাজ ওাজেব হৈয়াছে। আখের অক্তে। ইতি।

গরজ এই জে— আখের জহরের মানা কোনো কেতাবে ছাবেত নাই। আর সব কেতাবে ঘরে পড়নের জেকের কহে নাই। আরেক কেতাবে জে আপন ঘরে পুসিদা পড়নেরে বেহ্‌তের কহিয়াছে। তাহাতে কিছু নোক্‌ছান নাহি। হর ছুরতে আখের জহর পড়ন ছাবেত হৈল। জে বেক্তি আপন ঘরে পড়িতে বেহ্‌তের লেখিয়াছে, তার কথায় ভি মছজেদে পড়নের মানা ছাবেত হৈল না। অর্থাত ঘরে পড়া বেহ্‌তের মছজেদে পড়ার মানা কিছু লেখে নাই। 'জামে রমুজে' জে দোনকে ওাজেব কহিছে। তবে আর সব কেতাব হৈতে ভি তার ওাজেবের একার ছাবেত হৈল না। আর কোনো কেতাবে ওাজেব লেখে নহে। কিন্তু ওাজেবের মানাহ করে নহে। বল্‌কে চারো রেকাতে আল্‌হাম্‌দো আর ছুরা পড়নেরে মনাছেব লেখিয়াছে। দোছরা

এই জৈন্নে জে সায়েদ ঐ চার রেকাত নফল হৈয়া জাবেক। তবে জদি তারে ঐ চার রেকাতের ফরজ না হওার একিন হৈত তবে আল্হাম্দোর সাতে ছুরা মিলানেরে মনাছেব কি, না লেখিত; বল্কে ওাজেব লেখিত। আর এই চার রেকাতের মানা করা গুনা কবিরা বটে। কেননা, মানা করা মসহুর কামেরে হারাম বটে। জেই চিজ ফেকার কেতাবে ওাজেব কিম্বা আহ্ওয়াত কিম্বা আওলা ছাবেত হয়, সেই চিজ বেলা সোবা মসহুর বটে। আল্লাহ পাক বলন্দ (বুলন্দ) বরতর বেহ্তের জান্নেওালা।[১২]

নমুনা – ১৩

কি ফরমায়েন দিনের আলেম সকলে, এই মছলাতে জে, এই মুল্লুকে জে জুম্মার বাদে চার রেকাত আখের জহরের নিয়তে পড়া জায়। মেছেরের সকের ছববে এহা জায়জ কিনা। আর জে মানা করে 'দরল মক্তারে'র এই এবারতে, জে, আমি বারহায় ফতওা দিয়াছি না হওার; জুমার বাদে চার রেকাত নামাজ আখের জহরের নিয়তে এই ডরে জে, জুম্মার ফরজ হওার এত্কাদ গোম হওার ডরে। অর্থাত কি জানি আখের জহর পড়িলে, আওাম লোগ বুঝিবেক জে, বুঝি জুমার নামাজ ফরজ নহে। এ কারণে মানা করিয়াছি। আর ঐ আখের জহর পড়া আমার জমানায় এহ্তেয়াত বটে। ইতি। এহাতে আখের জহর পড়া মানা হৈয়া গেল কিম্বা পড়া জায়েজ রহিল, বয়ান করেন। ছওাব পাইবেন।

*** জওাব ***

এই মুল্লুকে আখের জহর চার রেকাত জুম্মার বাদে পড়ন জায়েজ আছে। মেছের ওগয়রহ সরত (শর্তে) সক হওার ছববে। জেমন ফতওা আলমগিরিতে আছে জে, ফের জেই জাগাতে জাহের হয়, সক জায়েজ হওাতে— জুমার মেছেরে কিম্বা ওগয়রহ সরতে সক জাহের হওার ছববে। কায়েম করিয়াছে তার রহ্নেওালা সকলেই জুমাকে। তবে চাহে এই জে, পড়ে নামাজ জুমার বাদে, চার রেকাত নিয়ত করে। তার সাতে জহর এহাঁ তক জদি আদায় না হয়, জুমা আপন তামাম সরতের সাতে নিকলিবেক। অক্তের ফরজের ওহদা হৈতে একিনির সাতে। এমত-ই আছে কাফি কেতাবে। আর এমত-ই আছে মহিত কেতাবে। ইতি।

আর 'দরল মক্তারে'র ঐ বরাত হৈতে জে মানা করিয়াছে, তারে এই কথা মালুম নাহি। কেননা, সেই এবারতে তো ঐ লোগেরে মানা করিয়াছে, জেই লোগ

পাদটীকা ঃ ১২. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৬-'৫৭।

সকলে জুমার নামাজ ফরজ হওাতে এত্কাদ না করে; বল্কে 'দরল মক্তারে'র ঐ এবারতের সাতেই লেখিয়াছে জে, আর লেখেন জেখানে ডর নাই, এ মফ্ছেদার অর্থাত জুম্মা ফরজ এত্কাদ না করার, এত্কাদ না হয়। তবে সেই খানে চার রেকাত আখের জহর পড়া বেহ্তের বটে। জদিস্বাত হয় আপন ঘরে পুসিদা। ইতি।

তবে 'দরল মক্তারে' মানা কোথায় হবে। বল্কে আর জেয়াদা দলিল আখের জহর পড়নের পাওা গেল। আর এ মত-ই আছে, ফেকার বহুত কেতাবে। আল্লাহ্ আলাম বেচ্ছওাব।[১৩]

নমুনা – ১৪

[......... যে মহল্লায় দুইটি] মছজেদ আছে তাহাতে জুমার নামাজ ও পাঁচ অক্তের নামাজ আদায় .... কায়েম ছিল। পরে জখন সেই মছজেদ না রহিল, বে-মারামতে (মেরামতে) .... ।

তখন সেই জাগার লোগ এক মুদ্দত তক দোছরা জাগায় দোছরা মছজেদ জে আধা ঘড়ির ফাছেলাতে দূর আছে; তাহাতে জুমার নামাজ আদায় করিতেছিল। পরে এহার পাচ অক্তের নামাজ ও জুমার নামাজ আদায় করিবার কারণে আপন মহল্লাতে নয়্যা মছজেদ বানাইল। সরিয়তে এই মছজেদ ঐ দোছরা মছজেদ নজদিগ, গেরামে থাকিতে দোরস্ত আছে কিনা। জুমার নামাজ সেই মছজেদে আদায় করা জায়েজ আছে কিনা। জেই বেক্তি তারে 'মছজেদ জেরার' কহে; অর্থাত মনাফেকের মছজেদ কহে, হেকারত ও তানসান করে, তারে কনিছা করার দেয়, অর্থাত গেজ্জ (গীর্জা) কি মণ্ডপ ঘর কহে, আর তাহাতে লোগেরে নামাজ পড়িতে মানা করে; সরাতে এই বেক্তি ....

*** জওাব ***

ছায়েলের ছওয়াল মতাবেক .... দোছরা মছজেদ নজদিগ থাকিতে জায়েজ আছে। ফাতওা .... যখন হয়, কার থাকনের জায়গায় দুই মছজেদ, তবে সেই মছজেদের .... জেই মছজেদ জেয়াদা কদিম হয়, ফের জদি দোনো মছজেদের বরাবর হয়; অর্থাত দোনো মছজেদ এক সাতে বানিয়াছে, তবে সেই মছজেদ জাইবেক, জেই মছজেদ জিয়াদা নজদিগ হয়। সেই মুছল্লি থাকনের জাগা হৈতে আখের তক। এই মছলাতে ছাবেত আছে জে, এক মহল্লাতে দুই মছজেদ

পাদটীকা ঃ ১৩. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৯-'৬০।

বানান দোরস্ত আছে। দুই মহল্লাতে দুই মছজেদ বানান তবে জেয়াদা বেহ্তের, দোরস্ত আছে। আর ভি ফেকার কেতাবে ছাবেত আছে, মহল্লাওালাকে চাই জদি এক মছজেদের দুই মছজেদ করে; অর্থাত জদি বড় এক মছজেদ হয়, মহল্লাওালাকে জায়েজ আছে জে, সেই মছজেদের মৈদ্দে দেওার (ল) দিয়া দুই দিগে দুই মছজেদ করে। তবে এক মছজেদেরে দুই মছজেদ করন জায়েজ হৈল। দুই মছজেদ, দুই মহল্লাতে বানান বহুত বেহ্তের আর জায়েজ হইবেক। "আস্বাহ ওন্নাজায়েরে" (আস্বা-উন- নাজায়ের) লেখিয়াছে, মহল্লাওালাকে এক্তিয়ার আছে জে, এক মছজেদেরে, দুই মছজেদ করিয়া লেয়। বেহ্তের এই বটে জে, হর্ গোরো মুছল্লির জৈন্নে এক মওজুন হয়। আর সেই মহল্লাওালাকে এক্তিয়ার আছে জে, এক মছজেদেরে দুই মছজেদ করিয়া লয়। ইতি। 'দরল মোক্তারে' লেখিয়াছে জে, এক্তিয়ার আছে, মহল্লার লোগেরে মতওলি অর্থাত মোক্তার মকরর করনে। দুই মছজেদেরে এক মছজেদ করিয়া লওনে। তার মতাবেক অর্থাত এক মছজেদে দুই মছজেদ করনের নামাজের জৈন্নে; দর্ছের জৈন্নে। জেকেরের জৈন্নে না। ইতি।

জখন মছজেদ বানান জায়েজ হৈল .... জুম্মা ও পাঞ্জেগানা নামাজ তাহাতে আদায় করা বেলা সোবা দোরস্ত বটে। আর এখন দেখা চাই জে মছজেদ বানান .... ইতি।

জদি দুই মছজেদ .... মহল্লাতে হয়, তবে বহুত বেহ্তের বটে। জেমন 'দরল মুক্তারে' আর 'রদ্দল মহ্তারে' .... খোলছা করিয়া (ছে) জে, নয়্যা মছজেদ জদি বহুত নজদিগ হয়, ... হৈতে বেহ্তের বটে। 'রদ্দল মহতারে' আর 'সরা মনিয়া' আখেরিতে তার সে এবারতের নকল করনের বাদে, জাহা গুজরিয়া আছে। আজনাছ হৈতে ফের বহুত পুরানা মছজেদ বেহ্তের বটে। এই জৈন্নে জে, তার হুকুম সাবেক ও কদিম হওার জৈন্নে। জেই মছজেদ বহুত পুরানা বটে, তাহাতে নামাজের জৈন্নে যাওা বহুত বেহ্তের। কেননা, তার কদিম হওার হুকুমের ছববে জেয়াদা ছবকত ও ফায়দা বটে। কিন্তু জখন নয়্যা মছজেদ মছল্লির ঘরের জেয়াদা নজদিগ হৈল, তবে বেসক এই মছজেদে এই অক্তে যাওা বহুত বেহ্তের হইবেক। নজদিগ হওার ছববে ফায়দা ছবকত বাড়িয়া গেল। তার হকিকতে ও হুকুমেতে এমত-ই আছে। ওাকিয়াতে ইতি।

লোগেরে এই নজদিগের নয়্যা মসজিদে নামাজ পড়িতে মানা করা মমনু, হারাম ও জুলুম বটে। জেমন তফছির মদারেকে কহিয়াছে। তার হৈতে বেসি জালেম কে আছে, জে বেক্তি মানা করে আল্লার মছজেদে জে আল্লার নামের জেকের করে। অর্থাত নামাজ পড়ে কি আল্লাকে ইয়াদ করে। তারে জে মানা করে, তার মত জালেম কে আছে। এই হুকুম আম। আল্লার মছজেদের জৈন্নে। হর

নামাজের মছজেদের জৈন্নে। জে সব মানা করনেওয়ালা, তারে আল্লার জেকের করা হৈতে জেয়াদতি করনেওালা জুলুম বটে। ইতি।

'তফ্ছির আহ্মদি'তে এই আয়েতের তফছিরে কহিয়াছে জে, এই আয়েতের জেকের করাতে এই মকছুদ বটে জে বেসক এই আয়েত দলালত করে, এই কথার উপরে জে, বেসক তোড়ন ও খারাব করা ও বিরান করা। তার জেকের ও এবাদত হৈতে মানা করা বটে। এ মত-ই মমনু বটে। জাতে মানা করা নামাজ পড়িতে কিম্বা এবাদত করিতে।[১৪]

।।২।।

অতঃপর 'ওয়ারেছ আম্বিয়া'-কেতাবে মুদ্রিত নির্দিষ্টভাবে মুসলিম কলমে লিখিত একটি মৌলিক রচনার নমুনা এখানে হাজির করা হবে।

তার আগে বলা দরকার যে, ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন বৃটিশ বাঙালার পশ্চিমাংশে ব'সে 'আনন্দ মঠ'-রচনায় ব্যস্ত, তখন দেশটির পূর্বাংশে—ঢাকায় কি রকম ভাষায় গদ্য লেখা চ'লছিল, তা নিশ্চয়-ই জানার কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকে যদি তখনকার হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর 'সংস্কৃত-বাঙালা' বলা হয়, তাহ'লে, অন্যায় বলা হবে না। সে সময় মূল বাঙালা গদ্যের পাঁচ-ছ' শ' বছর ধ'রে চালু যে-গণমুখী ধারাটি সারা বৃটিশ বাঙালার-ই জনসমাজে চালু ছিল, তার একটি চমৎকার নজীর এই নমুনাটি। রচনাটি একজন মুসলমানের লেখা। নাম—ছৈয়দ জালালউদ্দীন আহ্মদ। ঠিকানা অজ্ঞাত। ইনি একজন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এবং এঁর সুদীর্ঘ গদ্য রচনাটি 'মুসলমানী গদ্যে' লেখা হ'লেও; এটিকে 'গণমুখী গদ্য' ও তখনকার 'সামাজিক গদ্য' ব'লে অভিহিত করা সমীচীন। কারণ গদ্য রচনাটির মূল বিষয়বস্তু ধর্ম-(ইসলাম) সাপেক্ষ হ'লেও, তার সঙ্গে— মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। রচনাটির নাম—'মহ্ফেল নামা'। এটি ইসলামী ধর্মতত্ত্বের পীর-পরোস্তি-কেন্দ্রিক বিতর্কের ফয়ছালা-পত্র। তাই একে 'বাহাছ নামা' বা 'শালিশ নামা'ও বলা যায়।

সুখের বিষয়, রচনাটি মুদ্রিত এবং পূর্ণাঙ্গ রূপে পাওয়া গিয়েছে।

আলোচ্য 'শালিশ-নামা' পাঠে জানা যায়, মুলফত্গঞ্জ-নিবাসী— মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেবের সঙ্গে ১২৭৯ সালের ৩১শে আষাঢ় রোজ রবিবারে,

---

পাদটীকা ঃ ১৪. ওয়ারেছ আম্বিয়া, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৪-'৬৬।

এই নমুনার ডড় ডট্ দেয়া অংশ নষ্ট হ'য়ে গেছে। তাই পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

সোলই গোয়ালপাড়া-নিবাসী মীর বন্দে আলীর— বাহাছ হয়। একে অবশ্য পুরোপুরি 'বাহাছ' না ব'লে, কিছু কিছু বিষয়ে মীর বন্দে আলীর প্রচার-অপপ্রচারের মধ্যে সত্য যাচাইমূলক প্রশ্ন ও উত্তর বলা যেতে পারে। বাদী-বিবাদী বা পক্ষ-প্রতিপক্ষ ছিলেন যথাক্রমে মৌলবী আবদুল আজিজ ও তাঁর সমর্থক দল এবং মীর বন্দে আলী ও তাঁর সমর্থক দল। প্রথম দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ হ'ল, — 'মীর বন্দে আলী জৌনপুরের পীর কেরামত আলীর মুরীদ ব'লে পরিচয় দিয়ে সুন্নী মজহাবের মত্-বিরোধী নানা বক্তব্য জাহির ক'রছেন, যা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে খুব-ই ক্ষতিকর এবং 'বি'দাত'। এই অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য উভয় দল ঢাকা জেলার (?) লোং সিং-এর জমিদার বাবু গৌরচন্দ্র রায় বাহাদুরের জমিদার-বাড়ীর নাটমন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে বাবু গৌরচন্দ্রসহ আরও বহু জনের উপস্থিতিতে ঐ শালিশ-ফয়ছালায় উপনীত হন।

দলিলটি পাঠকালে নজর করার বিষয় হ'ল — মুসলিম সমাজ ও ধর্মের একটি বিশেষ সমস্যার ফয়ছালা হ'চ্ছে, একজন উচ্চশিক্ষিত হিন্দু জমিদারের নাট-মন্দিরে। সেখানে তিনি-ই একমাত্র হিন্দু নন। তাঁর সঙ্গে আরও ছয় জন বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তি সামিল ছিলেন। তাঁরা হ'লেন — নরিয়া-নিবাসী বাবু হরিপ্রসাদ রায়ঘটক চৌধুরী, ইলিদপুর নিবাসী বাবু তিলকচন্দ্র রায়চৌধুরী, আম্বারী-নিবাসী বাবু লক্ষ্মীকান্ত গুপ্ত, কেদারপুর-নিবাসী বাবু শোধন চক্রবর্তীসহ তারিনী চরণ পাইন, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আমিন আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি আইনজ্ঞ এবং বিলাত ফেরৎ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে 'মহ্‌ফেল নামা'র শেষাংশে বলা হ'য়েছে— "আল্লাতালায় মহাসয়কে সকল রকমেই লেয়াকত দিয়াছে।। হাকিমি রোত্‌বায় ও কানুনের ছুরতে দেস-বিদেসে, বেলাত পজ্জন্ত হাকিমান নিকট সুক্ষ্যাতির ঘোসনা প্রকাস আছে।" অপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাবু হরিপ্রসাদ রায়চৌধুরীও ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পর্কেও বলা হ'য়েছে— তিনি 'অতি বিদ্বান ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁর দ্বারা উক্ত মজলিস রৌশন ছিল, আর ফতোয়ার সমুদয় মজমুন বঙ্গভাসায় দরয়্যাপ্ত'কারী ছিলেন তিনি।

আলোচ্য 'মহ্‌ফেল নামা'য় সীলমোহরসহ স্বাক্ষরদানকারী ছ'জন। তাঁরা হ'লেন— তালেব হোসেন, আবদুল খালেক, মোহাম্মদ ফাজেল, মোহাম্মদ ওমর, মোহাম্মদ এলাহি বক্‌স ও হরিপ্রসাদ ঘটক। সম্ভবতঃ এঁরা ছিলেন ফতোয়ার কেতাব-বিশারদ্ এবং ঐ মজলিসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

এছাড়া, 'মহ্‌ফেল নামা'য় পরবর্তী আর এক দলের শুধু দস্তখত্-এর উল্লেখ আছে। তাঁদের সংখ্যা সাতাইশ। তাঁদের মধ্যে হিন্দু স্বাক্ষরদাতার সংখ্যা পাঁচ জন মাত্র।

কিন্তু 'মহ্‌ফেল নামা'য় বাবু গৌরচন্দ্র রায় বাহাদুরের কোন স্বাক্ষর নেই।

উক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্টই দেখা যায়— 'মহ্‌ফেল নামা'টি ছিল মুসলমান ও হিন্দু— উভয় কওমের-ই জনবোধ্য ভাষায় বা গণমুখী বাঙালা ভাষায় রচিত।

এবার মূল রচনাটির প্রতি নজর দেয়া যেতে পারে।

মহ্‌ফেল নামা

"এই মহ্‌ফেল নামা লিখিবার কারন— এই সকল মোছলমান আপন— দিন (ধর্ম) আর মজহাবের উপর মজবুত থাকে। আর ছুন্নত-জমাতের মজহাব ছাড়া সকল মজহাব হৈতে তফাত থাকে, — সন ১২৭৯ সন বাঙালা তারিখ ৩১ আসাড় রোজ রবিবার মুলফত্‌গঞ্জ নিবাসি জনাব মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেব ও সোলই গোয়াল পাড়া নিবাসি জনাব মির বন্দে আলি ছাহেব, এই দোন ছাহেবান একাজুক্ত হইয়া মোকাম লোং সিং শ্রীজুত বাবু গৌরচন্দ্র রায় বাহাদুর মহাশয়র বাটি, নাট মন্দিরে বৈঠক হইয়া তথায় উপকক্ত (উপর্যুক্ত) শ্রীজুত বাবু গৌরচন্দ্র রায়বাহাদুর মহাশয় ও নরিয়া নিবাসী শ্রীজুত বাবু হরিপ্রসাদ রায়ঘটক চৌধরি মহাসয় ও ইলিদপুর নিবাসী শ্রীজুততিলক চন্দ্র রায়চৌধরি মহাশয় ও আম্বারি নিবাসি শ্রীজুত লক্ষিকান্ত গোপ্ত মহাসয় ও কেদারপুর নিবাসি শ্রীজুত সোধন চক্রবর্ত্তি মহাশয় সালিসান ও শ্রীজুত তারিনি চরন পাইন ও শ্রীজুত রামচন্দ্র চট্টপাদ্দায় আমিন ও শ্রীজুত আনন্দচন্দ্র মুখপাদ্দ্যায় (মুখোপাধ্যায়) ও জনাব হাফেজ মহাম্মদ ফাজেল ছাহেব ও জনাব ছৈঅদ এহ্‌ছানদ্দিন ছাহেব ও কমর আলি মির ও মুনশি সমশের আলি ছাহেব ও মুনসি আলিমদ্দিন আহ্‌মদ ও মুন্‌সি কমরদ্দিন আহমদ ও মুন্‌সি সরবল্লা ও আলিমদ্দিন কাজি ও আহমদ কাজি ও মুনসি মহাম্মদ ওক্ষর ও মুন্‌সি মেহের আলি মৃধা ও আলফু খোন্দকার ও কালাই জামাদার ও ফৈজদ্দিন জমাদার ও কুদ্‌রতুল্লা বেপারি ও জহিরদ্দিন বেপারি ও ছোলতান বেপারি ও নামু বেপারি ও আছানদ্দিন মাজি (মাঝি) ও ফটিক তাল্লুকদার (তালুকদার) ও আলা বক্‌স তাল্লুকদার ও মানুল্লা হাওলাদার ও ধোপাই লস্কর ও ছবুর লস্কর ও আনওার (আনোয়ার) খাঁ ও ফতে খাঁ ও ছোলতান খাঁ ও কেতাব আলি খলিফা ও মহাম্মদ দানেস ও রছুল মহাম্মদ ফকির ও সোনাউল্লা সারেঙ্গা ও সেক আফাজদ্দিন ওগয়রহ ঐ আত্‌রাফের উত্তম২ লোগ সকলের সাক্ষ্যাতে বসিয়া জে জে মছলার আপসের মৈদ্দে এখ্‌তেলাপ ছিল, সেই সকল মছলার মৈদ্দে কয়েক মছলায় ঢাকার ফতওার মজমুন মোতাবেক জে জে কথা-কথন হইয়াছিল ও সালিস মোহসয়র্গ (মহাশয়গণের), ছওালের জওাব জাহা

দিয়াছিলেন; উপরের লিখিত সাহেবানের সাক্ষাতে দোন পক্ষে জাহা বলিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত কথা আমি এই মহ্‌ফেল নামায় লিখিতেছি। ইতি—

পহেলা মজলিসের সুরূতে— শ্রীজুত বাবু হরিপ্রসাদ রায়ঘটক চৌধরি খাড়া হইয়া ফুকারিয়া দিলেন যে, 'ওহে সভাসদ! তোমরা গৌর (গওর) করিয়া শুন। এই মজলিস কিহেতু হইল জে, মছলমানদিগের আপন দিন ও মজহাব প্রকাস করা হেতু এই মজলিস হইয়াছে। অতয়ব তোমাদের উচিত জে, খুব মনজোগ করিয়া তাহাকে সুনন সকলে। গন্ডগোল করিলে কিছুই সুনিতে পারিবা না'। অপর বুলিলেন, যাহা আপনাদের তক্ক আছে বয়ান করেন।

এহাতে মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেবের পক্ষের ছওাল হইল জে, 'মির বন্দে আলি ছাহেব জনাব মওলানা কেরামত আলি ছাহেবের খলিফা বুলিয়া মুরিদ করিয়া আসিতেছে। এই ক্ষন— মির ছাহেব বলেন জে, আমি মওলানা ছাহেবের মুরিদ ও খলিফা নহে। তৎ আবস্থায় বহুত মছলায় খেলাফ করাতে তক্ক উপস্তিত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন'।

তখন শ্রীজুত রায়বাহাদুর মহাসয় মির বন্দে আলি ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মির ছাহেব বুলিলেন জে, 'আমি মওলানা কেরামত আলি ছাহেবের মুরিদ ও খলিফা নহে। আমি ঢাকার সাহা ছাহেবের মুরিদ ও খলিফা বটে'। এই কথায় পুর্ব্বে জে মির বন্দে আলি ছাহেব, মওলানা ছাহেবের খলিফা বলিয়া প্রকাস করিত; তাহা ছাবেত হইল না॥

এহা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় বলিলেন জে, 'এ সমস্ত তক্ক করিয়া আপনাদের কিছুই লৈব্ব (লভ্য) নাই। জেই কথার তক্ক আছে তাহা বলেন'। এহাতে মাদারি মিঞা বুলিল জে, 'আমার সঙ্গে মহাম্মদি (মোহাম্মদী) মল্লিকের তক্ক হইয়া আমার পির জনাব মওলানা ছাহেব, তাহার খলিফা মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেব ও মহাম্মদি মল্লিকের পির, মির বন্দে আলি ছাহেব— এই দোন ছাহেবানের পুর্ব্বে, ঢাকা মকামে বৈঠক হইয়া জনাব মওলানা দিন মহাম্মদ ছাহেব এককেতা ফত্‌ওা লিখিয়া, দোন পক্ষের মাতবরি ও সন্‌মতিতে (সম্মতিতে) আপস করিয়া দিয়াছেন। সেই ফত্‌ওাতে পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত নাই। তাছাওব করা, অর্থাত পিরের নিকট হাজির থাকিয়া জে জে কথার তালিম পাইয়াছে, পির অনুদ্দেসে, সেই সকল কথার মন্তেজের থাকা দুরস্ত লিখিয়াছে। এই ক্ষন মহাম্মদি মল্লিক দেসে আসিয়া ঐ ফত্‌ওার খেলাফ প্রকাস করে জে, পিরের ছুরত ধ্যান করা ঐ ফতওাতে দুরস্ত লিখিয়াছে'। উক্ত মহাম্মদি মল্লিকের জবানবন্দি ও মাদারি মিঞার জবানবন্দি সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় তাহাকে লিখিয়া ইশু করিলেন ইতি।

* সালিস ছাহেবানের দিক হতে পহেলা ছওাল *

শ্রীজুত রায় বাহাদুর মহাসয়, উভয়-প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন জে, 'আপনারা পরম ইস্বরের ধ্যানের সময় পিরের ছুরতকে ধ্যান করা কি জানেন?' তখন মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেব বলিলেন জে, 'আল্লার জিকিরের সময় পিরের ছুরত ধ্যান করাকে আমি দুরস্ত জানি না এবং কোনো কেতাবেহ তাহা ছাবেত নাই। এহা সেওায় কেতাব 'ছেরাতল মুস্তাকিম' ও 'কওলল জমিল' ও তাছাওফের মাতবর ২ কেতাবে পিরের ছুরত ধ্যান করাকে বেদাত ও হারাম লিখিয়াছে।

ঢাকার ফত্ওার মৈদ্দেহ (মধ্যে) পিরের ছুরত ধ্যান করাকে বেদাত ও হারাম লিখিয়াছে আর ছুরত-পুরস্তিহ লিখিয়াছে'।

তৎপর মির বন্দে আলি ছাহেব বলিলেন জে, 'আমি আল্লার জিকিরের সময় পিরের ছুরতকে ধ্যান করা দুরস্ত জানি এবং জনাব মওলানা দিন মহাম্মদ ছাহেবের এক মোহরের ফত্ওার মৈদ্দেহ পিরের মহব্বত ও তাজিমের সাবেত, তাহার আদাব (আদব) ও কায়দার অর্থাৎ জাহা জাহা পিরে বাতাইয়াছে ঐ সমস্তের, মস্তেজের থাকা দুরস্ত লিখিয়াছে। সেই ফত্ওা তলব দিয়া দেখেন, ঐ ফত্ওা দোন তরফের মাতবর'। তখন সালিস মহাসয়রা সেই ফত্ওা তলব দিলেন।

তখন মৌলবি ছাহেব বুলিলেন জে 'ঐ ফত্ওা এককিত্তা মোহর করা মির ছাহেবের নিকট আছে, তলব দেয়েন।' ফত্ওা তলব দেওয়াতে মহাম্মদি মল্লিক বুলিল জে, 'ঐ ফত্ওা খোয়া গিয়াছে। তাহার নকল আছে। আপনার মহর করা ফত্ওা নিকালিয়া দেয়েন'। তখন ঐ নকল নিকালিয়া মির ছাহেবের হাতে দিল। মৌলবি ছাহেবের নিকট জে মহর করা ফত্ওা ছিল; সেই ফত্ওাহ নিকালিয়া দিলেন। তখন ঐ ফত্ওা মির ছাহেব পড়িতে লাগিলেন। দোন মোকাবিলা হইয়া তাহাতে পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত নিকলিল না। পিরের সঙ্গে মহব্বত ও তাজিমের সাতে রুজু থাকা; আর তাহার ছহবতের ফায়দার মস্তেজের থাকা বাহির হইল। পিরের ছুরত ধ্যান করা বেদাত ও হারাম নিকলিল।

তখন মির ছাহেব ঐ কথা ভুল করার জৈন্নে বার ২ ঐ ফত্ওার ছওাল কয় বেক্তির আকিদা ফত্ওার সুরুতে জে লিখিয়া জওাব দিয়াছে তাহা পড়িয়া সুনাইতে লাগিলেন। একের অর্থ আর করিয়া বুজাইতে লাগিলেন। তখন রায়বাহাদুর মহাসয় বুলিলেন জে, 'প্রথম জাহা আপনে বুলিয়াছেন, তাহা ইশু করিয়াছি। তাহার খেলাফ হাজার কহিলেহ শুনিব না। আপনে পিরের ছুরত ধ্যান করাকে দুরস্ত বুলিয়া কোরান সরিফ হৈতে দেখাইয়া দিবেন'। তখন মির ছাহেব বলিলেন জে, 'কোরান সরিফের

মৈদ্দে পিরের ছুরত ধ্যান করাকে দুরস্ত দেখাইয়া দিব'। তখন কোরান সরিফের হিন্দি (উরদু?) তরজমা খুলিয়া বহুত দোর পজ্জন্ত (পর্যন্ত) তালাস করিয়া, কোন রকমেই পিরের ছুরত ধ্যান করা বাহির করিতে পারিলেন না। আখেরে এই আয়েত নিকালিয়া বুলিলেন জে, 'এই আয়েতে পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত আছে'।

"ওাবতাগু এলায়হিল অছিলাতা"।

এহার অর্থ কহিলেন, 'তালাস কর তোমরা উছিলা; আল্লাকে পাওার'। তৎখনাৎ মৌলবি ছাহেব বুলিলেন জে, 'এই আয়েতের অর্থ মতে পিরের ছুরত ধ্যান করা ছাবেত হৈল না। কিন্তু পির তালাস করার দলিল পাওা গেল। পির তালাস করা কখনহ পিরের ছুরত ধ্যান করা হইতে পারে না'।

এহা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় মির ছাহেবকে বুলিলেন জে, — 'গোলমালি কথা শুনিব না। আমি জেই কথার ইসু করিয়াছি, তাহার প্রমাণ কোরান হৈতে নিকালিয়া দিতে হবেক' ॥

তখন বাবু মহাসয় বুলিলেন জে, 'আমি খুব জানি মছলমানের ঘরে তছবির থাকিলে নামাজ দুরস্ত হয় না। আপনি কি প্রকার বলেন জে, পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত আছে?'

মির ছাহেব বুলিলেন, 'আমি আল্লার জিকিরের সময় পিরকে কোথায় ছাড়িয়া জাইব?' তাহার নজির দিল হাকিম আর উকিল দিয়া। — হাকিমের ছামনে উকিলের ধ্যান না করিলে মামেলা (মামলা) কি প্রকার — নিসপত্তি করিব?'

ইহা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় কহিলেন জে, 'সাহি দরবারের কায়দা এই, অন্ন (অন্য) তরফ রুজু থাকিলে দরবারে থাকার জৈজ্ঞ (যোগ্য) থাকে না। তবে ঐ সাহি দরবারে উকিলের চেহেরা (চেহারা) ধ্যান করিলে মামেলা কি করিবেক, সেই দরবারে থাকা দায়। তবে এ স্তলে (স্থলে) বিচারে দেখা জাইতেছে জে, আল্লার ছামনে পিরের ছুরত ধ্যান করা কখনহ হইতে পারে না'। এই জওাবে মির ছাহেব বন্দ হইয়া 'কউলল জমিল' নিকালিয়া কহিল, 'এই কেতাব মওলানা কেরামত আলি ছাহেবের পিরের দাদা-পির— সাহা অলিউল্লা মহদ্দেছ দহলবি ছাহেবের তছনিফ। এই কেতাবে পিরের ছুরত ধ্যান করা দ্রস্ত লিখিয়াছে। চিস্তিয়া তরিকার পির সকলে কহিয়াছেন, রোকনে আজম দিল লাগান ও গিড়া (গিরা) দেওন মরসিদের সাতে মহব্বত আর তাজিমের ছেফাতের 'পরে। তার ছুরত মলাহেজা করা। মলাহেজার মানি (মানে) পিরের ছুরত ধ্যান করা— বুলিলেন ॥

তখন মৌলবি ছাহেব বুলিলেন জে, 'মলাহেজা করার অর্থ পিরের ছুরত ধ্যান করা কোনো কিতাবে লিখে নাই'। তখন মির ছাহেব ' 'গেয়াছ লোগাত' নিকালিয়া দেখিল জে, মলাহেজার মানি 'চক্ষের কেনারে দেখন' লিখিয়াছে।

এই কথায় ঐ লোগাত পিরের ছুরত ধ্যান করার অর্থ হৈল না। এ সমস্ত কথার পর রায় বাহাদুর মহাসয় মির ছাহেবকে বুলিলেন জে, 'আপনার সিস্য (শিষ্য) গনে আপনার ছুরত, নাক, মুখ, চোক্ষ (চক্ষু), কান, চুল, দাড়ি, মোচ এই সমস্ত ধ্যান করিলে আল্লাকে পাইবেক?'

এই কথায় মির ছাহেব, লা-জওাব হইয়া কিছু না বলাতে, রায়বাহাদুর মহাসয় বুলিলেন, 'জদি বলেন, আপনার ছুরত ধ্যান করিলে আল্লাকে পাইবেক; তবে জে কথাটি আল্লাকে পাওার জৈন্নে বাতাইয়াছেন, সে কথাটি মিথ্যা হৈয়া গেল। আর জদি বলেন, সেই কথাটি জপনা করিলে, আল্লাকে পাইবেক, তবে আপনার ছুরত ধ্যান করা মিথ্যা হৈল। আর জদি বলেন, পিরের ছুরত ধ্যান করিলে তাহাতে আল্লার দরসন পাইবেক, তবে পরম ইস্বরের আকার কি তাহা বলেন। জে সেই আকার স্থিতি করিয়া ইস্বরকে ধিয়্যান করিবেক'। মির ছাহেব বুলিলেন জে, 'আল্লাহর আকার নাই। সে নৈরাকার। আল্লার ছুরত ও মুরত নাই। এই কি ঐ রকম বুলিয়া কহিতে পারে না। জাত পাকের সঙ্গে তুলনা দিয়া তদরূপ দোছরাকে বলিতে পারে না। এই সকল হৈতে আল্লায় পাক আছে'। রায় বাহাদুর মহাসয় কহিলেন, 'জদি ইস্বরের আকার না রহিল তবে কি প্রকার বলেন; আদমেরে আল্লার ছুরতে পয়দা করিয়াছে। এই প্রমাণ প্রধানস্ত গ্রহন করিয়া পিরের ছুরত ধ্যান করাকে দুরস্ত বলেন?' তখন মির ছাহেব এই আয়েত "ওা নাফ্‌খতো ফিহে মের রূহি" — পড়িয়া কহিলেন; 'আল্লাতালায় আদমেরে বানাইয়া আপনা রূহ আপন জান ঐ আদমের মৈদ্দে দিয়াছে'। মৌলবি ছাহেব বলিলেন 'আল্লাতালার কি জানদারের মত অজুদ ছাবেত আছে জে, তার জান নিকালিয়া ঐ আদমের মধ্যে দিয়াছে? কিম্বা তার জান হৈতে কাটিয়া এক টোকড়া (টুকরা) আদমের মধ্যে দিয়াছে? কি আপনে তাহার মধ্যে গিয়াছে; জে আল্লার ছুরত আদম হইবেক?'

মির ছাহেব বলিলেন, 'এখন আপনারা দরয়্যাপ্ত করিয়া বুঝেন — এহার বেসি আমার খেমতা নাই জে, খুলিয়া বয়্যান করি'। এই ছওালে মির ছাহেব লা-জওাব হওাতে মৌলবি ছাহেব বুলিলেন, 'আল্লার নিকট বহুতর রূহ পয়দা আছে। সেই রূহ হৈতে এক রূহ আদমের ভিতরে অর্পন করিয়াছে। এই আয়াতের অর্থ মতে, আল্লার আপন জানের অর্থ ছাবেত হৈল না। এহাতে আল্লার ছুরত আদম কি প্রকার — হইল?'

তখন মির ছাহেব 'কিমিয়া ছাদত' হৈতে "ইন্নাল্লাহা খালাকা আদামা আলা ছুরতিহি"র মানি করিল। 'এই দেখেন আল্লাতালায় আদমেরে আপন ছুরত ও নমুনার পরে বানাইয়াছে'। তখন মৌলবি ছাহেব 'মেস্কাত সরিফে'র সরা হৈতে বলিলেন "খালাকাল্লাহু আদামা আলা ছুরতেহি তুলহু ছেত্তুনা জেরায়ান"। পয়দা করিয়াছে আল্লাতালায় আদমেরে। সেই আদম লম্বাই তার সাইট গজ ছিল ॥

এহাতে মির ছাহেবের কথায় মালুম হৈল জে আল্লায়হ সাইট গজ লাম্বা ছিল। নাউজবিল্লাহে মিনহা'।

আজব তামাসা এই জে, মির ছাহেব থোড়া উপরে বুলিয়াছেন; আল্লার নক্‌সা ও নমুনা কিছুই নাই — সে নৈরাকার। এই ক্ষন কি প্রকার বলেন, আদমেরে বানায় আল্লাতালায় আপন নমুনার পরে? আফছোছ ঐ জমাতের কোনো বেক্তি এমন ছঙ্গিন কথাহ ধরিল না। হ্যাঁ। পয়্যার।

আল্লা জারে না বুঝায় কে বুঝাবে তারে ॥
পাথরের গায়ে জোঁক কে লাগাতে পারে।

মৌলবী ছাহেব ঐ 'কিমিয়া ছাদত' হৈতে ছুরে দাহারের আয়েত পড়িয়া বুলিলেন— 'এক অক্তে এন্‌ছানের এমন হাল ছিল, তাহার নাম-নিসান কিছুই ছিল না। সেই এন্‌ছানেরে আল্লায় এক কাত্রা (কাত্‌রা) মনির দ্বারায় পয়দা করিয়া সুন্নিয়া (শুননিয়া) দেখনিয়া করিয়াছে। কারিগরির চিজকে কখনহ কারিগরের নক্‌সা বলা জায় না। হরফকে কখনহ কাতেবের নক্‌সা বলা যায় না। বান্দাকে কখনহ আল্লাতালার নক্‌সা বলা যায় না। কেননা—

পয়্যার

বদলে জাহার হাল সেই কি মাবুদ ॥
মাবুদ হকিকি এক হালেতে মৌজুদ ॥

পরে 'গেয়াছ লোগাত' নিকালিয়া বলিলেন জে, 'জে বেক্তি কহে আদমেরে বানাইয়াছে আল্লাতালার আপন ছুরত কিম্বা নক্‌সার পরে— সেই বেক্তি "কওমে মোসাব্বা"। আর 'আকায়েদ তমহিদ' কেতাব হৈতে বুলিলেন জে, 'জে বেক্তি বোলে— আল্লাতালায় এন্‌ছানের ছুরত; সেই বেক্তি কুফর ও কওমে মোসাব্বা (মোসাব্বাহ্‌)।' আলমগিরী হৈতে বুলিলেন জে, 'কওমে মোসাব্বার পিছে নামাজ দুরস্ত হয় না'।

এত সুনিয়া মহাম্মদি মল্লিক কুরধিত (ক্রোধিত) হইয়া 'ওারেছাতল আম্বিয়া' পুস্তক নিকালিয়া কহিল জে, 'মৌলবি ছাহেব এই পুস্তকে খোয়াব দেখিয়া লেখিয়াছেন ও তাহাতে মির ছাহেবের গিবতহ লিখিয়াছেন'। সেই জাগা পড়িয়া সুনাইল। তৎখনাৎ মৌলবি ছাহেব বলিলেন, 'গেয়াছ লোগাতে' লেখিয়াছে জে-বেক্তি নেক খোওাবের মনকের, খারিজি গোরোর মদ্ধে (মধ্যে) বটে। আর জে বেক্তি সরার খেলাফ বেদাতের হুকুম দেয় ছুন্নত জমাত হৈতে জুদা হয় ও মক্কা-মদিনার খেলাফ বলে, তার গিবত করা, গিবত হয় না। এহার দলিল 'আকায়েদ তম্‌হিদ' 'হুজ্জতে কাতেয়া', 'সারা মেস্কাত' ও 'মসারেকল আনওারে' আছে'। বেলা সেস ছিল, সেই সময় কেতাব দেখিতে রায়বাহাদুর মহাসয় হুকুম দিলেন না, হুকুম দিলে কি খুবি হইত।

সে জাহাহৌক, মির ছাহেব কোন রকমেই পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত বলিয়া ছাবেত করিতে পারিল না। ইতি।

এ সমস্ত কথা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয়, বাবু মহাসয়ের তরফ রূজু হইয়া বলিলেন জে, 'পিরের ছুরত ধ্যান করার দলিল প্রমাণ দিতে পারিলেক না। এই ক্ষন জাহা বিচারে দেখা যায়, হুকুম দেওা কর্তব্ব (কর্তব্য)'। বাবু মহাসয় বলিলেন জে, 'এহাদের খালি এই কথার তক্ক নহে, আর কয়েক কথার তক্ক আছে । তাহা লিখিয়া দাখিল করিয়াছি'। সেই কাগজ বাবু মহাসয় দর পেশ করিলেন। তখন রায়বাহাদুর মহাসয় হুকুম দিলেন জে, 'একহ ছওাল পড়িয়া সুনায়েন, আর মির ছাহেব তাহার জওাবে জাহা বলেন, তাহা ছওালের প্রশ্চাতে (পশ্চাতে) লেখেন'। বাবু মহাসয় সেই রকমে পড়িয়া মির ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনী (তিনি) জাহা বলিলেন, ছওালের প্রচাতে (পশ্চাতে) লিখিয়া রাখিলেন। ইতী।

১পহেলা ছওাল

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন জে, 'ইন্নাল্লাহা খালাকা আদামা আলা সুরতেহির অর্থ 'আল্লাতালায় আদমেরে পয়দা করিয়াছে আপন ছুরতের উপরে। আপন নক্‌সা মতে।' এহা আপনে বলিয়াছেন কিনা?' 'মির ছাহেব কহিলেন, 'আমি বলি নাই। এই কথা মির্থা (মিথ্যা) বটে।' এই কথায় পুর্ব্বে জাহা বলিত তাহা রদ হৈয়া গেল। ইতি।

*** ২ ছওাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জেই সময় আদমেরে বানাইয়াছিল, সে সময় খোদাতালা সয়ং (স্বয়ং)— ফেরেস্তাগণের ছামনে খাড়া হইয়া হুকুম করিয়াছিল জে, আমার এই ছুরতে আদমেরে তৈয়ার করো। সে মতে ফেরেস্তাগনে আল্লার ছুরত মতে আদমেরে বানাইয়াছে। এহা আপনে বলিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব বলিলেন, 'আমি বলি নাই, এই কথা মির্থা বটে।' এই কথায়হ পুর্ব্বে বলিত জে, 'আল্লার ছুরতে আদমেরে বানাইয়াছে' — তাহা মির্থা হইয়া গেল। ইতি।

*** ৩ ছওাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মসাহেদার মদ্ধে 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্' জেকেরের সময় পিরের ছুরত ধ্যান করা আপনে ফরজ বলিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব কহিলেন, 'আমি ফরজ বলি নহে। ধ্যান কহিয়াছি'।

এস্থলে জে পিরের ছুরত ধ্যান করা বলিল তাহাহ (তাহাও) উপরের তকরির মতে রদ হইয়াছে। ইতি।

* ৪ ছওাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইন্নাল্লাহা খালাকা আদামা আলা ছুরেতেহি-কে কোরান সরিফের আয়েত আপনি বলিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব কহিলেন, 'হদিছে আছে, কোরান সরিফে নাই'। এই কথায়হ (কথায়ও) পুর্ব্বে জে কোরান সরিফের নাম লইয়া ঐ হদিছ বলিত তাহা রদ হইয়া গেল। ইতি।

* ৫ ছওাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আহাদ ও আহমদ ও আদম, এই তিনকে এক বলিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব কহিলেন, 'কোনো পুস্তকে আছে। আমি সেই কথার কায়েল নাই। তাহাকে আমি ঝুট্ জানি'। এই কথায় 'মেরাতল এছলাম' পুস্তক রদ হইয়া গেল। ইতি।

* ৬ ছওাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, — 'নাছুত ও মলকুত ও জবরূত ও লাহুত এই চারি মোকাম সরিরের মদ্ধে আছে এহা আপনে কহিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব বলিলেন, 'তাহা সরিরে আছে'। কিন্তু তাহায় দলিল দ্বারায় প্রমান দিতে পারিলেক না। ইতি।

* ৭ ছওাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তরিকা মহম্মদিয়াকে আপনি মির্থা বলিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব কহিলেন, 'আমি তরিকা মহম্মদিয়াকে মির্থা কহি নাই। তরিকা আছে, ঠীক (ঠিক) জানি। তাহাকে সিকার করিলাম। এঙ্কার করিলাম না। কিন্তু আমি সেই তরিকার মদ্ধে নাই'। ইতি।

* ৮ ছওাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মোরাকেবার অক্তে জেকেরের সময় পিরের ছুরত চান্দের রকম ও খোদার ছুরত সুর্জ্জের (সূর্যের) মতন দেখা যায়। তাহা আপনে বলিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব কহিলেন, 'আমি ইহা বলি নাই। মির্থা বটে। আপনে অঙ্গিকার লিখিয়া রাখেন'। ইতি।

* ৯ ছওাল *

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আলেম লোগে মারফত জানে না ও কেতাবের মদ্ধে মারফত নাই। কিন্তু এক রেছালার মদ্ধে আছে, তাহার নাম নাই — এহা

আপনে বলিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব কহিলেন, 'আমি ইহা বলি নহে। মির্থা।' আফছোছ জে, অস্বিকার থাকা গতিকে উত্তর হইতে পারিল না। ইতি।

*** ১০ ছওাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিরকে ছেজদা করা দুরস্ত বলিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব অস্বিকার হইয়া কহিলেন, 'এই কথা মির্থা বটে। আমি তাহাকে হারাম জানি'। ইতি।

*** ১১ ছওাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইউছফ পয়গাম্বর গোপনে খোদা ছিল; জাহেরেতে ইউছফ নাম হইয়াছে— তাহা আপনে বলিয়াছেন কিনা? মির ছাহেব কহিলেন, — 'আমি বলি নাই। এ সমস্ত কথা মির্থা'। ইতী।

*** ১২ ছওাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, — 'বেদলিলের বয়্যাত ও গজলকে দলিল ও কোরান-হাদিছেরে হেকারত করেন, কেননা কোরান ও হাদিছ ছাপাতে লিখা গিয়া নতুন হইয়াছে। এহা সত্ত (সত্য) কিনা?' মির ছাহেব কহিলেন 'ছাপার লিখা— হাতের লিখা ভুল হৈতে পারে। ছাপার লিখাতে দুস্ব (দুষ্য) নাই। আমি তাহাকে হেকারত করি না'। এই কথায়হ জে নতুন কোরান আসিয়াছে বলিয়া প্রকাস করিত, সেই কথা মির্থা হৈয়া গেল। ইতী।

*** ১৩ ছওাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঢাকার ফত্ওার মদ্ধে আপনে দস্তখত করিয়া এখন সেই ফত্ওাকে মির্থা কহিয়াছেন কিনা'? মির ছাহেব কহিলেন, 'এই ফত্ওাকে আমি মির্থা বলি নাই। এহাতে আমার দস্তখত আছে। তাহাকে আমি ঠীক জানি'। ইতী।

*** ১৪ ছওাল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জমাতের নামাজ জুদা করিয়া ফসাদ বরপা করিয়াছেন কিনা?' মির ছাহেব কহিলেন, 'মির্থা কথা। এই ছওালের আবিস্বক (আবশ্যক) রাখে না।' ইতী।

*** ১৫ ছওয়াল ***

বাবু মহাসয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জনাব মওলানা কেরামত আলি ছাহেব ও মৌলবি আবদুল আজিজ ছাহেবেরা মহম্মদিয়া এক তরিকা নতুন নেকালিয়া আছে। এই তরিকার মদ্ধে জেই বেক্তি জাইবেক, তাহারা খারাব হইবেক, এহাকে আপনে বলিয়াছেন কিনা'? মির ছাহেব কহিলেন, — 'এই সমস্ত কথা মির্থা, তাহা জিজ্ঞাসা করা আবিস্বক (আবশ্যক) করে না। এই সমস্ত ছওয়াল আমাকে সরম দেওয়ার জৈন্নে (জন্যে) করিয়াছে। তাহা সুনিতে চমৎকার বোধ হয়। আমী কখনহ এ সমস্ত কথা বলি নাই'। এহাতে মৌলবি ছাহেব বলিলেন জে, 'মির ছাহেব এ সমস্ত কথা কহিয়া ফসাদ লাগাইয়া থোড়া দিন হইল জমাত জুদা করিয়াছে। আর জার ২ কাছে এসব কথা কহিয়াছে— তাহারাহ এই মজলেছে হাজের আছে। জিজ্ঞাসা করেন'।

রায়বাহাদুর মহাসয় বলিলেন, 'জে, জে বেক্তি এ সমস্ত কথা আপন জবানে মির্থা বলিয়া জওাব দিল, তাহার সাবুদ লওয়ার আবিস্বক রাখে না'। ইতী।

পুনরায় মহাম্মদি মল্লিক; জে হাফেজ ছাহেব মৌছুফকে (মৌলুদকে?) 'সাঁপের ছাও' ও কোরান সরিফকে 'সাঁপের মন্তর' বলিয়াছিল, সেই কথার ফত্ওা কলীকাতার মৌলবি সকলের মোহর ও দস্তখত করা দর পেশ করা গেল। তাহাতে লিখীয়াছে 'জে বেক্তি কোরান সরিফের বুরা কহে, কিম্বা হেকারত করে, সে কুফর। আর দিনের (দ্বীনের) এলেম কিম্বা আলেমের হেকারত করে, সেই কুফর। তামাম ফেকার কেতাবে এই হুকুম আছে'।

এহা সুনিয়া হাফেজ ছাহেব বলিলেন, 'তবে ঐ বেক্তি কাফের হইল। এই কথায় মহাম্মদি মল্লিক বলিল 'এই দেখেন আমাকে কাফের বলিয়া গালি দিল'। তাহাতে হাফেজ ছাহেব বলিলেন জে, 'আমি তোমাকে গালি দেই নাই। ফত্ওার মদ্ধে কাফের লিখিয়াছে; তাহা বলিয়াছি।' এই কথায়হ পুনরায় ফেরেব করিয়া বলিল, 'দেখেন আপনার ছামনে আমাকে বার ২ গালি দেয়।' এহা সুনিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় হাফেজ ছাহেবকে বলিলেন জে, 'এমন কথা ফিরিয়া কহিলে ২০ টাকা জরিমানা দিতে হবেক। কেননা মজলিছে কোনো আদ্না বেক্তিকেহ মন্দ কহিতে হয় না।' হাফেজ ছাহেব বলিলেন, 'আমি মন্দ বলি নাই। ফত্ওার কথা বলিয়াছি। সেই ফত্ওা দেখিয়া আপনে তজবিজ করেন'। রায়বাহাদুর মহাসয় বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহার তজবিজ হইবেক।' সেই অক্তে বেলা সেস ছিল। অতয়ব বৈঠক মৌকুফ্ করিয়া রায়বাহাদুর মহাসয় ও বাবু মহাসয় খাড়া হইয়া ফুকারিয়া দিলেন, — 'ওহে সভাসদ তোমরা শুনো, জে-কথার দোন পক্ষের তর্ক ছিল, তাহা ফত্ওার মদ্ধে, পিরের ছুরত ধ্যান করা দোরস্ত পাওা গেল না। আর মির ছাহেবহ পিরের ছুরত ধ্যান করা দোরস্ত

বলিয়া ছনদ দিতে পারিলেক না। এই ক্ষন তোমাদের আপন ২ ইচ্ছা, চাই কি আপন আপন পিরের কথা মত চলো, চাই কি কেতাব মত চলো। কেননা, জাহা হক ছিল, তাহা সকলের নিকট প্রকাস হইয়া গিয়াছে।' ইতি।

পরে জখন ঐ মজলিস হইতে মির ছাহেব বাহির হইল, তখন তিনি ও তাহার জানিবের মহাম্মদি মল্লিক; লোগের নিকট কহিতে লাগিল জে, 'আমাদের সকল কথা ছাচ্চা (সাচ্চা) হইয়াছে। আর পিরের ছুরত ধ্যান করা ছাবেত হইয়াছে।' আর আপন লোগের সঙ্গে ওাদাহ করে জে, 'তোমরা খাতির জমা থাক। আমি সালিস ছাহেবানের মোহর ও দস্তখত করাইয়া তোমাদিঘকে (তোমাদিগকে) পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্তের ফয়ছলা দিতেছি'। তবে এই ক্ষন সালিস মহাসএর্গ (মহাশয়দের) নিকট ও সকল মছলমানের নিকট, জাহারা উক্ত মজলিসে জাহের ছিলেন, এই প্রার্থনা জে, দিন মহাম্মদির মদত ও ছুরত-পুরস্তি দুর হওার নিয়তে এই মহফেল নামাকে আপন দস্তখত ও খাছ মহরে সুভিত ও খুবি করিতে মরজি হয়। জেমন আপনাদের সুক্ষ্যাতির (সুখ্যাতির) ঘোসনা পত্র চিরকাল অবধি হর মজলিসে পড়িতে থাকিয়া নাম থাকে। আর এই মনবাঞ্ছা জে, কোনো মজমুন বেসি কিম্বা খেলাফ হইয়া থাকে; তাহাকে মিটাইয়া দিবেন। আর কম হৈলে খেতি নাই। কেননা সকল কথা লেখন অধিক ভুল দেখিয়া মোখতছর লিখিলাম। ইতী।

আর এক উত্তম মাজেরা এই জে, সকল হাট-বাজারে গ্রামে ২ মহাম্মদি মল্লিক ও তাহার জানিবের লোক সকলে কহিয়া ফিরিতেছে জে, 'আমাদের জিত হইয়াছে, তাহার্গ হাইর হইয়াছে— বিধায় রায়বাহাদুর মহাসয় হাফেজ ছাহেব হইতে পঁচিস টাকা জরিমানা লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে'। এই পর্জ্জন্ত মির ছাহেব দেসে গিয়াহ এমত প্রকার আপন জানিবের লোগ দ্বারায় প্রকাস করিয়াছে জে, মৌলবি ছাহেবকে রায়বাহাদুর মহাসয় পচিস টাকা জরিমানা করিয়াছে। এহা জনাব মুন্‌সি তাজদ্দিন ছাহেবের পত্রের দ্বারায় মালুম হইল। এই কথা যথার্থ রূপে ভারি তহ্‌মত ও পরিবাদ বটে। কেননা শ্রীজুত রায়বাহাদুর মহাসয় জদী পিরের ছুরত ধ্যান করা দুরস্ত থাকার দলিল পাইত, তবে উক্ত মজলিসে বলিতে কি ওজর ছিল। মহাসয়ের বলা সকল রকমেই মাতবর ছিল। আল্লাতালায় মহাসয়কে সকল রকমেই লেয়াকত দিয়াছে। হাকিমি রোতবায় ও কানুনের ছুরতে দেস-বিদেস বেলাত পর্জ্জন্ত হাকিমান নিকট সুক্ষ্যাতির ঘোসনা প্রকাস আছে।

এহা ছেওায় শ্রীজুত বাবু হরিপ্রসাদ রায়ঘটক চৌধুরি মহাসয় অতী বিধ্‌বান (বিদ্বান?) ও বহু সাস্ত্র গ্রহন বেক্তি, জাহার দারায় (দ্বারায়) উক্ত মজলিস রোসন ছিল। আর ফত্‌ওার সমুদয় মজমুন <u>বঙ্গভাসায়</u> দরয়্যাপ্ত করিয়াছেন। তবে তিনিহ পিরের

ছুরত ধ্যান করার প্রমাণ পাইলে; উক্ত মজলিসে বলিতে কিছুই বাধা ছিল না। তবে জে এমত প্রকার এমন মহামানি বেক্তিকে আপন কথা ঠীক রাখার জৈন্নে পরিবাদ দেওা নিতান্ত অন্ন্যায় (অন্যায়) বটে। এই ক্ষন এমত প্রকার চক্ষে দেওার (দুয়ার) দিয়া; (অর্থাত চক্ষে পরদা দিয়া), ঐ সমস্ত লোগ সকলে বরখেলাফ আইন এছলামের (অর্থাত মোছলমানি রিতির) উলটা আপন ক্রেত (কৃত) কর্ম্মকে নির্ব্বাহ করিয়া জাইতেছে * .... খোলাছা এই জে, যাহা হক ছিল, তাহা দানা লোগের নিকট প্রকাস হইয়া গিয়াছে। এইক্ষন কোনো বেক্তির ফেরেব ও বাহানার কথা কামে আসিবেক না। আমিন ২ আমিন।

লিখিতং শ্রী ছৈয়দ জালালদ্দিন আহ্‌মদ

নকল মহর

তালেব হোসেন *আবদুল খালেক*

মহাম্মদ ফাজেল *শ্রী মহাম্মদ ওমর*

মহাম্মদ এলাহি বক্‌স

হরিপ্রসাদ ঘটক

*** নকল দস্তখত ***

আবদুচ্ছবহান *সমছদ্দিন* *আলিমদ্দিন আহমদ* *কমরদ্দিন আহমদ* *রছুল মহাষ্মদ ফকির* *খোদা বক্‌স বেপারি* *মহাম্মদ দানেস* *মাদারি বেপারি* *পগারি বেপারি* *কেতাব আলি* *মনিরদ্দিন কাজি* *আহমদ কাজি* *ইউছফ মল্লিক* *কুদরুতুল্লা বেপারি* *ধোপাই লস্কর* *ছবুর লস্কর* *মেহের উল্লা মৃধা* *বকসু বেপারি* *ছোলতান খাঁ* *ফতে মহাম্মদ খাঁ* *কালাইমাল জমাদার* *সোনাউল্লা সারেঙ্গ* *শ্রী লক্ষি কান্ত গোপ্ত* *শ্রী মধুশুধন চক্রবর্ত্তি* *শ্রী আনন্দ চন্দ্র মুর্খপাদ্ধায়* *শ্রী রামচন্দ্র চট্টপাদ্যায় আমিন* *শ্রী তারিনি চরণ পাইন*"

।।৩।।

উদ্ধৃত রচনাটির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সহজেই মনযোগ আকর্ষণ করে। আধুনিক পাঠকগণের নিকট এ-ভাষা অপরিচিত, মৃত। অথচ এ-ভাষাই ছিল, সেকালের শিক্ষিত জনগণের ভাষা। ইয়াদ করা দরকার, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের "বঙ্গ ভাষার" সঙ্গে এ ভাষার কোন মিল ছিল না। মহ্‌ফেল নামার এ-ভাষা সেকালে শুধু মুসলমানরাই ব্যবহার ক'রত না; তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার ক'রত শিক্ষিত হিন্দু জনগণও। তার প্রচুর প্রমাণ, হিন্দুদের-ই

লিখিত সমকালীন বাঙালা চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, শালিস-নামা প্রভৃতিতে নিহিত র'য়েছে। অতএব, আলোচ্য 'মহ্ফেল নামা'-র ভাষা-কে কেবল 'ফারছী-বাঙ্‌লা বা মুসলমানী বাঙ্‌লা না ব'লে, একে সে কালের গণমুখী বাঙ্‌লা ব'লাও চলে।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত 'মহ্ফেল নামা'-টি প্রাচীন 'গণমুখী গদ্য রচনা'র এক বিশিষ্ট নিদর্শন। সমকালীন চলমান ধারার (Traditional) গদ্য রচনার এত বড় নজীর এর আগে আর আবিস্কৃত হয়নি।

আলোচ্য গদ্য রচনাটির বানান-রীতি— হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর নির্দিষ্ট সংস্কৃত-নির্ভর পণ্ডিতী গদ্যের বানানের নিয়ম-বিরোধী। আজকের পাঠকের নিকট "চরন", "মৈদ্দে", "সুরূ", "সুনিতে", জে, জদি, জাহা, জাইবে "মির্থা", "ফত্ওা" (ফতোয়া), "মহাম্মদ" (মোহাম্মদ), "ওম্মর" (ওমর) ইত্যাদি বানান অদ্ভুত ব'লে মনে হ'তে বাধ্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ রকম বানান-ই ছিল রাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার চার-পাঁচ শত বছরের সর্বজন স্বীকৃত ও প্রকৃত বাঙালা বানান। এ বানানের সমর্থন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ক'রেছেন। তিনি আলোচ্য রীতির বানান-বদলের জন্য ব্রাক্ষণ পণ্ডিতদের নিন্দা ক'রতেও দ্বিধা করেননি। আর "ছেওা" (ছেওয়া), "ফত্ওা", "ছওাল" বা "সওাল", "জওাব", (জওয়াব) ইত্যাদি রকমের বানান-এর সমর্থন "প্রবাসী"-পত্রিকার পক্ষ থেকে করারও নজীর র'য়েছে। যদিও তাঁরা পুথির এই বানান-রীতির সাথে পরিচিত ছিলেন না।

আলোচ্য রচনায় নিহিত শব্দ-সম্পদও আজকের দিনে কৌতুকাবহ মনযোগের দাবীদার। পাঠকগণ নিশ্চয় খেয়াল না ক'রে পারেননি যে, এতে "ফুকারিয়া" (ঘোষণা করিয়া), "এখতেলাফ", "মজমুন", "ওগয়রহ", "সওাল" (সওয়াল), "ছাবেত" ইত্যাদি যে-সব অধুনা অপ্রচলিত শব্দ র'য়েছে; তা সেকালে কত অনায়াসে কলমে আসত এবং লেখা হ'ত।

তৃতীয়তঃ এ ভাষার মধ্যে কিছু কিছু শব্দ-ব্যবহার, বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে গণমুখী ও গ্রাম্য উচ্চারণ-রূপ ধরা প'ড়েছে। যেমন "মুর্খপাদ্দায়" (মুখোপাধ্যায়), "মির্থা" (মিথ্যা), "গোপ্ত" (গুপ্ত), "সুর্জ্জ" (সূর্য), "চৌক্ষ" (চোখ/চক্ষু), "প্রশ্চাতে/প্রচাতে" (পশ্চাতে), ইত্যাদি। গোটা রচনার মধ্যে একটি ইংরেজী শব্দ "ইশু"ও চোখে না প'ড়ে পারে না। এছাড়া "হইবেক", "করিবেক", "পারিবেক", "আমিহ", "তাহাহ" (তাহাও), "কথায়হ" (কথায়ও) ইত্যাদি শব্দরূপের প্রয়োগ দেখা যায়।

রচনাটির নানা স্থানে 'শব্দ-রূপ' গঠনে ও বানানে যে কিছু কিছু ত্রুটি এবং প্রথানুগত্য আছে, তা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। যুক্ত-বর্ণের কোথাও কোথাও

উপরে রেফ্-চিহ্ন ব্যবহার প্রথানুগত্যের প্রমাণ। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এর ভুরি ভুরি নজীর পাওয়া যায়। আর তা মুসলমান ও হিন্দু উভয় কওমের লেখকদের লেখাতেই মেলে।

প্রাপ্ত রচনাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য অসংগত বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার। রচনা-মধ্যে অনাবশ্যকভাবে দাড়ি চিহ্ন যেখানে-সেখানে (অবশ্য সংখ্যায় কম) দেখা যায়। এক দাড়ি এবং দুই দাড়ির ব্যবহার তো আছেই, সেই সঙ্গে তারকা চিহ্নের প্রাচীন ব্যবহারও চোখে লাগে। কমা, সেমিকোলন, হাইফেন ও ড্যাস ছিল না। যথাযথ স্থানে সর্বত্র দাড়িও ব্যবহার করা হয়নি। আধুনিক পাঠকদের নিকট অর্থ-স্পষ্টতা ও পাঠ-সরলতার জন্য রচনাটির সর্বত্রই আধুনিক বিরাম-চিহ্নের প্রয়োগ করা হ'য়েছে। কেননা সেকালের বাক্-ভঙ্গি এবং এ কালের বাক-ভঙ্গি পৃথক হওয়ায়, এই সংশোধন ব্যতীত বাক্যের অর্থ-উপলব্ধি সম্ভব নয়। সে-কালে "ও" এবং "আর" দিয়ে বিরামস্থান বোঝানো হ'ত। এ দু'টো শব্দ ছিল— 'কমা' ও 'সেমিকোলন'-তুল্য।

পরিশেষে বলা দরকার, এই 'মহফেল নামা'র মধ্যে কিছু কিছু আরবী, ফারছী, উরদু ও বাঙালা কেতাব-গ্রন্থের উল্লেখ করা হ'য়েছে। সেগুলো হ'ল— সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে লিখিত বিখ্যাত ফতোয়ার কেতাব 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী', 'কওমে মুসাব্বা', 'আকায়েদে তম্হিদ্', 'ওয়ারেছাতল আম্বিয়া', 'হুজ্জতে কাতেয়া', 'মশরেকুল আনোয়ার', 'মেরাতল এছলাম', 'ছেরাতল মোস্তাকিম', 'কওলল জমিল', 'কিমিয়া সাদাত', 'মেশ্কাত শরীফ' প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি আরবী, কোন্‌টি ফারছী, কোন্‌টি উরদু ও বাঙালা ভাষায় লেখা, তা নাম থেকে বোঝার উপায় নেই। মূল গ্রন্থও সব খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

যাহোক নানা রকম দোষ-ত্রুটি থাকলেও পূর্বোক্ত গদ্য রচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালা দেশের ভাষা-চর্চার গণমুখী ধারার এক মূল্যবান মৌলিক নমুনা। এগুলোকে শুধু 'ঢাকাই গদ্য' কিংবা 'মুসলমানী গদ্য' বলা যাবে না। এই গদ্য গোটা বাঙালা ও আসামেরও— বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার চার-পাঁচ শ বছরের প্রবহমান আদি গদ্যধারা। এর ভাষাও সেই অকৃত্রিম বাঙালা ভাষা, যার প্রশংসা গত শতকের প্রথম দিকে একাধিক ইংরেজ লেখক ক'রে গেছেন। এ ভাষা বর্জন ক'রে, শতকরা নব্বইটা সংস্কৃত শব্দ ধার ক'রে এনে, বাঙালা ভাষাকে বাঙালী জনগণের আয়ত্ত্বের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিন্দা না ক'রে পারেননি। আজকের দিনে আমরা ঐ ভাষায় ফিরে যেতে পারব না, তবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি ফররুখ আহ্‌মদ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রভৃতির ভাষা-ব্যবহারের ট্রাডিশনাল পথ ধ'রে নতুন কালের বাঙ্‌লাদেশী কবি-লেখকদের ঐ ভাষার কাছাকাছি যেতেই হবে। নইলে বাঙ্‌লাদেশের ভাষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে নব উজ্জীবন ঘ'টবে না।